CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-158 ■ 9 March, 2026 ■ আগরতলা ৯ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমেদাবাদে নীল উৎসব, কিউয়িদের উড়িয়ে বিশ্বজয়ী সূর্য-বাহিনী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আমেদাবাদ, ৮ মার্চ ।। ঘরের মাঠে রূপকথা! মোতেরার নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে এক লক্ষেরও বেশি মানুষের গর্জনের সামনে ইতিহাস লিখল টিম ইন্ডিয়া। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বসেরা হলো ভারত। একইসঙ্গে প্রথম দেশ হিসেবে টানা দু'বার (২০২৪ ও ২০২৬) টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের নজির গড়ল সূর্যকুমার যাদবের দল। ব্যাটিং তাণ্ডব স্যামসন-অভিষেকের ব্যাটে রেকর্ড স্কোর। টস জিতে নিউজিল্যান্ড ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালে শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ধরা দেন দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসন। পাওয়ার-প্লে-তেই ওঠে রেকর্ড ৯২ রান। অভিষেক শর্মা মাত্র ২১ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলে বিদায় নিলেও সঞ্জু স্যামসন নিজের সেরা ফর্ম ধরে রাখেন। ৮টি ছক্কা ও ৫টি চারের সাহায্যে ৪৬ বলে ৮৯ রানের অতিমানবীয় ইনিংস খেলেন তিনি। মিডল অর্ডারে ঈশান কিষান (৫৪) এবং শেষদিকে শিবম দুবের (৮ বলে ২৬*) ঝোড়ো ব্যাটিং ভারতকে পৌঁছে দেয় ২৫৫ রানের পাহাড়ে, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্কোর।

বুমরাহ-অক্ষরের স্পেলে চুরমার কিউয়ি দুর্গ

২৫৬ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ভারতের বোলিং আক্রমণের সামনে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তারা। জসপ্রীত বুমরাহ আবারও প্রমাণ করলেন কেন তিনি বিশ্বের সেরা; মাত্র ১৫ রান দিয়ে নিলেন ৪টি উইকেট। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন অক্ষর প্যাটেল (৩টি উইকেট)। কিউয়িদের পক্ষে একমাত্র টিম সাইফার্ট (৫২) কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও বাকিরা ছিলেন ব্যর্থ। ১৯ ওভারে মাত্র ১৫৯ রানেই গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস।

নতুন যুগের সূচনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে

নারী শক্তির সাফল্য দেশকে অনুপ্রাণিত করছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রবিবার দেশের সমস্ত 'নারী শক্তি'-কে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য ও অবদান ভারতের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং 'বিকশিত ভারত' গঠনের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের সব নারী শক্তিকে জানাই শুভেচ্ছা। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা দৃঢ়তা, সৃজনশীলতা ও অতুলনীয় উদ্যম নিয়ে ভারতের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সাফল্য গোটা দেশকে অনুপ্রাণিত করে এবং বিকশিত ভারত গড়ার আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে শক্তিশালী করে।"

তিনি আরও বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে। প্রতিটি নারী যাতে নিজের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকশিত করতে পারেন এবং দেশের উন্নয়নের যাত্রায় অবদান রাখতে পারেন, সেই সুযোগ তৈরি করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী এদিন কেন্দ্র সরকারের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল মাইগভইন্ডিয়া-এর একটি পোস্টও শেয়ার করেন, যেখানে নারী শক্তির বিভিন্ন সাফল্যের দিক তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা, স্টার্টআপ, বিজ্ঞান, প্রশাসন ও সামাজিক উন্নয়নপ্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীরা নেতৃত্ব, সাহস ও দৃঢ়তার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ছেন।

পোস্টে উল্লেখ করা হয়, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশের মেয়েরা এখন আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসছেন। সৈনিক স্কুলে পড়াশোনা করা ছাত্রীদের থেকে শুরু করে জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি-র প্রথম মহিলা ব্যাচের স্নাতক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশামুক্ত সমাজ গড়তে ক্রীড়া অন্যতম হাতিয়ার ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। মাদক প্রবণতা দমন করতে ক্রীড়া একমাত্র উপায়। বিজেপি মোহনপুর মণ্ডলের আয়োজিত অটল কাপ সিজন ২-এর ফাইনাল ম্যাচ উদ্বোধন করে এই কথা বলেন বিদ্যুৎ, কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, দীর্ঘদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলাকালীন একটিও অভিযোগ বা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি। তিনি আরও জানান এই টুর্নামেন্টে মোট ৬৮৮টি চার ও ১,৪০৯ ছয় মেরেছে , ১০ জন খেলোয়াড় সেঞ্চুরি করেছেন এবং ৪৬ জন খেলোয়াড় অর্ধশতক স্পর্শ করেছেন।

মন্ত্রী বলেন ক্রিকেট এখন শুধু একটি খেলা নয়, এটি অনুভূতি, সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীকও বটে। সরু গলি থেকে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম পর্যন্ত, ক্রিকেটের প্রতি উন্মাদনা বিরাজ করছে। ক্রিকেট মানুষকে একত্রিত করে। যখন ভারতীয় দল মাঠে নামে, তখন কেউ ভাবেনা কে বাংলা, ককবরক, ইংরেজি বা হিন্দি ভাষায় কথা বলে। জাতি, ধর্ম ও ভাষার সীমা ভুলে মানুষ ভারতের জন্য প্রার্থনা করে। ভারত অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে জন্ম দিয়েছে, যেমন সুনীল গাভাস্কার, ফারুক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাজে নারীরাই হচ্ছে উন্নয়নের এক নীরব স্থপতি ঃ উপরাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে নারীশক্তির উন্নয়নের এক নতুন দিশা তৈরি হয়েছে। নারীশক্তির এই উন্নয়নে স্বসহায়ক দলগুলি অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তিগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে একজন সাধারণ মহিলাও আত্মবিশ্বাসী নেতৃত্বে পরিণত হয়ে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আজ হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের অডিটোরিয়ামে রাজ্যের মহিলা স্বসহায়ক দলের সদস্যা এবং লাখপতি দিদিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণাণ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস নারীশক্তির অবদান ছাড়া অসম্পূর্ণ। গত দশক থেকে দেশে উন্নয়নের এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজের নারীরাই হচ্ছে উন্নয়নের এক নীরব স্থপতি। জাতীয় উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মাইলফলক হল লাখপতি দিদি তৈরি হওয়া।

কেন্দ্রীয় সরকার ১০ কোটি মহিলাকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত করছে। এরমধ্যে ২ কোটিরও বেশি মহিলা লাখপতি দিদি হয়ে উঠছেন। দ্যা শিখো দিদি প্ল্যাটফর্মে ৮ হাজারেরও বেশি মহিলা প্রশিক্ষণের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিপূজাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, মামলা - পাল্টা মামলায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ মার্চ ।। বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন বরজলা এলাকায় বাৎসরিক শনিপূজাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এমন ঘটনা ঘটায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাড়ার বাৎসরিক শনিপূজার সময় দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রথমে সামান্য কথা কাটাকাটি শুরু হয়।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই তর্ক তীব্র আকার ধারণ করে এবং তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে অভিযোগ অনুযায়ী এক পর্যায়ে দা নিয়ে আক্রমণের ঘটনাও ঘটে। পাশাপাশি এক মহিলার গলার চেইন ছিনতাইয়ের অভিযোগও উঠেছে এই ঘটনায়।

উভয় পরিবারের কয়েকজন সদস্য অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। পরে দুই পক্ষই বিশ্রামগঞ্জ থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। ফলে ঘটনাকে ঘিরে মামলা ও পাল্টা মামলার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে নারীদের অধিকার ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, বিজেপি সরকারের শাসনকালে দেশে নারীদের অধিকার ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারীদের অধিকার রক্ষা করা এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান রক্ষার দাবিতে দেশ ও রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের পরিবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ আহ্বান জানানো। কর্মসূচিতে উপস্থিত প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইটভাটায় শ্রমিকদের সংঘর্ষে আহত যুবকের মৃত্যু আটক চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ মার্চ।। বিলোনীয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায় কালীমাতা ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিতে গত পাঁচ মার্চ শ্রমিকদের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও মারামারি হয়। এই মারামারিতে ভক্ত দাস সহ শঙ্কু দাস নামে দুই ভাই আহত হয়। বিলোনিয়া মহকুমাধীন পাইখলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আহত দুই ভাইকে নিয়ে যাওয়ার পর বড় ভাই শঙ্কু দাসকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও, ছোট ভাই ভক্ত দাসকে (২৭)দক্ষিণ জেলা হাসপাতাল শান্তির বাজারে স্থানান্তরিত করে দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে চিকিৎসক ভক্ত দাসকে শান্তির বাজার থেকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভক্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী দিবসে সাহসের নতুন গল্প লিখছেন লখনউয়ের অ্যাসিড হামলার শিকার নারীরা

সন্দীপ বিশ্বাস

লখনউ সফররত, ৮ মার্চ ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সামনে এল সাহস, আত্মবিশ্বাস ও নতুন করে জীবন গড়ে তোলার এক অনন্য গল্প। লখনউয়ের অ্যাসিড হামলার শিকার কয়েকজন নারী আজ নিজেদের সংগ্রাম আর দৃঢ়তার মাধ্যমে সমাজকে অনুপ্রাণিত করছেন।

এই লড়াইয়ের কেন্দ্রে রয়েছেন কুলদীপ রূপালি, শ্রাণিয়া এবং তাঁদের সহযাত্রীরা। জীবনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাঁদের ভেঙে দেয়নি। বরং সেই যন্ত্রণা থেকেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন নতুন উদ্দেশ্য, আত্মমর্যাদা ও ক্ষমতায়নের পথ।

তাঁদের এই পথচলার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে লখনউয়ের 'শিরোজ হ্যাংআউট ক্যাফে'। সম্পূর্ণভাবে অ্যাসিড হামলার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৯ মার্চ, ২০২৬ ইং
২৪ ফাল্গুন, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

চিকিৎসা খরচ সমান হোক

দেশের সরকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের অঙ্গ হিসেবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। সরকারি হাসপাতাল গুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে সরকার। কোন মানুষের যাতে চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সেজন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এর অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন বীমা প্রকল্প চালু করা হইয়াছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পে জনগণকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হইয়াছে। এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগিরা বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ত্রিপুরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্ধারিত কিছু হাসপাতালে এই সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইহা একটি বড় পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। জনগণ যেকোনো জনকল্যাণকামী সরকারের কাছে এই ধরনের পরিষেবা প্রত্যাশা করিতে পারেন। সরকারও সাধ্যমত পরিষেবা প্রদানের জন্য এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এত প্রশ্ন দেখা দিয়াছে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করিতে হইলে কি পরিমান টাকা খরচ করিতে হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট কোন তালিকা নাই। দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে মর্জি মাফিক ফ্রি নির্ধারণ করিয়া থাকে। ফলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বিশেষ করিয়া আয়ুষ্মান প্রকল্পে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা তৈরি হইয়াছে। বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নজরেও আসিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং দেশের সর্বত্র হাসপাতাল গুলিতে একেই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ আদালত একটি নির্দেশিকা জারি করিয়াছে। এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে কোন রাজ্যে যেকোনো হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করিলে রোগী ও তার পরিবার যাহাতে একই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা কেন্দ্রীয় সরকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত রক্ষকে নিশ্চিত করিতে হইবে। এজন্য নির্ধারিত সময়সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বোচ্চ আদালত এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করায় দেশের প্রতিটি রাজ্যে প্রতিটি হাসপাতালে একেই রোগের চিকিৎসা একই রকম অর্থাৎ সমপরিমাণ রক্তের বিনিময়ে পরিবার সুযোগ সম্প্রসারিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিমকোর্টের এই নির্দেশের ফলে গোটা দেশে নগদহীন স্বাস্থ্যবিমার পথ সুগম হইল। কেন্দ্রকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভবিষ্যতে দেশের সব হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ সমান করিতে হইবে বলিয়া জানাইয়াছে আদালত। গুরুত্বের সঙ্গে আগামী ছয় সপ্তাহ অর্থাৎ দেড় মাসের মধ্যে এই নির্দেশিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলিয়াছে শীর্ষ আদালত বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ আলাদা। এর ফলে নগদহীন স্বাস্থ্যবিমা পরিষেবা চালু করা কঠিন হইতেছে। এই বিষয়েই একটি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা জনস্বার্থ মামলা করিয়াছিল সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি চলাকালীন দুই সদস্যের বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিবকে নির্দেশ দিয়াছি, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলিয়া একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনিবে কেন্দ্র।

রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে কেন্দ্র: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ (আইএএনএস): রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা সবসময় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির কাজই হল মানুষকে হয়রানি করা। যেভাবে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের উপর বড় প্রভাব পড়বে।"

তিনি জানান, এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা ও মহিলারা রাস্তায় নামবেন। প্রতিবাদের চিহ্ন হিসেবে তারা কালো শাড়ি পরে আন্দোলনে অংশ নেবেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর কাছে বছরের প্রতিটি দিনই নারী দিবস। তিনি বলেন, "যে সমাজে মেয়েরা ভালো অবস্থায় নেই, সেই সমাজ কখনও ভালো হতে পারে না। তাই তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার প্রথম দিন থেকেই একাধিক যুগান্তকারী প্রকল্প চালু করেছে।"

গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চালু হওয়া মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই মহিলারা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। তাঁর কথায়, "কেন্দ্র সরকার নিজেও স্বীকার করেছে যে কলকাতা দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর।"

তিনি জানান, নারীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে কলকাতা পুলিশ সম্প্রতি 'পিঙ্ক বুথ' এবং সম্পূর্ণ মহিলা কর্মী নিয়ে 'শাইনিং' মোবাইল পরিষেবা চালু করেছে, যাতে রাতের সময় মহিলারা আরও নিরাপদ বোধ করেন।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে কটাক্ষ করেছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, রাজ্যে প্রতিদিনই ধর্ষণ ও খুনের মতো নৃশংস ঘটনার খবর সামনে আসছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নাম উঠে আসছে।

ঞ্জাব বাজেট শুধু ঘোষণার ঝুলি, অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে নেই রোডম্যাপ: প্রতাপ সিং বাজওয়া

চণ্ডীগড়, ৮ মার্চ: পঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমা-র পেশ করা রাজ্য বাজেটকে তীব্র সমালোচনা করলেন পঞ্জাব বিধানসভার বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া। তাঁর অভিযোগ, এই বাজেট মূলত বড় বড় ঘোষণা করে শিরোনাম তৈরি করার চেষ্টা, কিন্তু রাজ্যের দুর্বল অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে কার্যত কোনও স্পষ্ট পরিকল্পনা নেই।

রবিবার এক বিবৃতিতে বাজওয়া বলেন, এই বাজেট আবারও প্রমাণ করেছে যে কর্মসংস্থান তৈরি, শিল্প পুনরুজ্জীবন বা রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য উন্নত করার ক্ষেত্রে আম আদমি পার্টি সরকারের কোনও সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

তিনি বলেন, "বড় বড় দাবি এবং ঘোষণার ক্ষেত্রে আপ সরকার সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অর্থনীতির পুনরুদ্ধার এবং কর্মসংস্থান তৈরির জন্য বাস্তবসম্মত রূপরেখা দিতে গেলে বাজেট সম্পূর্ণ ফাঁপা বলে মনে হয়।"

২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় আপ সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেস নেতা বলেন, মহিলাদের প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল অন্যতম বড় প্রতিশ্রুতি। অথচ ক্ষমতায় আসার চার বছর পর সেই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

বাজওয়ার প্রশ্ন, যদি সরকার দাবি করে যে সব গ্যারান্টি পূরণ করা হয়েছে, তবে মহিলাদের কেন চার বছর অপেক্ষা করতে হল? তাঁর মতে, এই ঘোষণা দায়িত্বশীল প্রশাসনের ফল নয়, বরং রাজনৈতিক সময় বিচার করেই করা হয়েছে।রাজ্যের ঋণ বৃদ্ধির বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, আপ সরকার ক্ষমতায় আসার সময় পঞ্জাবের ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা, যা এখন বেড়ে প্রায় ৪.১৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

ভাস্কোর ভারত-আবিষ্কার না ভারতের অতুলনীয় জ্ঞান-সম্পদ এর আবিষ্কার ?

পিন্টু সান্যাল

ছোটোবেলায় আমাদের ইতিহাসে পড়ানো হয়েছে ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষ 'আবিষ্কার'করেছিলেন। এই 'আবিষ্কার' শব্দের অর্থ কি এখানে? ভাস্কোর ১৫শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের আগে কি এই রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব ছিল না? কয়েকহাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা কে 'আবিষ্কার' করতে হবে কেনো? তাহলে কি বোঝানো হয়েছে ভাস্কো-দা-গামা ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেছিলেন ? তাহলে ইতিহাস বই তে পরিষ্কারভাবে সেকথাই বলা হয় না কেনো? যদি ভাস্কো ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেই থাকেন, তাহলে কোনএমন ন্যাভিগেশন প্রযুক্তির সাহায্যে তিনি তা করেছিলেন যা বাকি বিশ্বের কাছে অজানা ছিল ? এই প্রশ্নের উত্তরগুলো একটু খোঁজা যাক। উত্তর খুঁজতে আমাদের আরো কয়েক শতাব্দী পেছনে যেতে হবে। আলেকজান্ডার এর বিশ্বজয়ের অভিযানের সময়।

আলেকজান্ডার অতি সহজেই মিশর জয় করে, পার্সিয়া কে পরাজিত করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে থমকে গেলেন রাজা পুরুর সামনে। আলেকজান্ডার এর সৈন্যবাহিনী ভারতের যুদ্ধে পারদর্শী হস্তিবাহিনীর কথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। পাটনাতে অপেক্ষারত বিশাল হস্তিবাহিনীর খবরে, সৈন্যবাহিনী আরো এগোতে অস্বীকার করায় আলেকজান্ডার কে বাধ্য হয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। কিন্তু ভারত বিজয়ের বাসনা আলেকজান্ডার ত্যাগ করলেন না এবং আরো বড়ো সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু এতো বড় সৈন্যবাহিনী ভারতবর্ষ কে ঘিরে থাকা মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে নিয়ে আসবেন কি করে ? তাই সমুদ্রপথ ব্যবহারের কথা ভাবলেন। ভারতে যাওয়ার সমুদ্রপথ খোঁজার জন্য তার সেনাপতি কে দায়িত্ব দিলেন। উপত্যকা বরাবর এসে কোনোরকমে আফ্রিকা তে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছালেন। তাই ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আলেকজান্ডার এর আমল থেকেই জানা ছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে প্রচুর রোমান মুদ্রা প্রমাণ করে যে , ভারতবর্ষের সঙ্গে রোমানদের সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলতো। গিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক স্ট্রাবো বলেছেন, প্রতি বছর অন্ততঃত ১২০ টি জাহাজ ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে চলাচল করতো। রোমান লেখক ও দার্শনিক প্লিনি ভারত-রোম বাণিজ্য নিয়ে চিন্তাপ্রকাশ করে বলেছিলেন যে, ভারত-রোম বাণিজ্য সম্পর্ক,রোমের অর্ধেক সম্পদ নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। এমনকি গুজরাটের লোথাল সামুদ্রিক বন্দর হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই সক্রিয় ছিল। অর্থাৎ , আলেকজান্ডার এর ১০০০ বছর আগে! কিন্তু ব্রিটিশদের ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে ভাস্কো- দা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন। এ যেন হাজারবার মিথ্যা কথা বলে, কথাটিকে সত্য করে দেওয়ার চেষ্টা। তাহলে এই 'আবিষ্কার' শব্দটি প্রয়োগ করা হলো কেনো? এই প্রসঙ্গে এই শব্দটির কি অন্য কোনো অর্থ আছে , যা আমরা জানি না?

এর উত্তর পাওয়া যায় একজন আদি আমেরিকা এর লেখা একটি বই 'Five hundred years of Injustice' থেকে। 'আবিষ্কার' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Discovery'র চার্চ এর উপাসনা-পদ্ধতিগত এক অন্য অর্থ আছে। এই অর্থ অনুযায়ী , প্রথম কোনো খ্রীষ্টান যে জায়গাতে যাবে, সেই জায়গাটি তার অধিকারভুক্ত হবে,পূর্বে সেই জায়গার মালিকানা যারই থাকুক না কেনো ? ব্রিটেন প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী হলেও চার্চের এই ফতোয়া কে মেনে ১৪৯৭ সালে সামুদ্রিক অভিযানে পাঠায়। কিন্তু উন্নত ন্যাভিগেশন পদ্ধতি না থাকায় এশিয়ার উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করে উত্তর আমেরিকায় পৌঁছান। ১৮২৩ সালে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট চার্চের এই নিয়ম কে আমেরিকার আইনের অংশ বলে স্বীকৃতি দেয়।কোর্টের এই রায় অনুযায়ী খ্রীস্টানরা আমেরিকা "আবিষ্কার" করলে আমেরিকার মূলনিবাসী আদি আমেরিকান Red Indian রা তাদের জমির অধিকার হারায়।আমেরিকায় এই রায় এর বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোনো আইনি প্রক্রিয়া দেখা যায় নি। এই হচ্ছে ব্রিটিশদের থেকে ধার করা আমেরিকার উন্নত বিচারব্যবস্থা ! চার্চের এই নিয়ম শুধু অমানবিক নয়, এর ফলে প্রচুর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং অখ্রীষ্টান দের দাসে পরিণত করা হয়েছে। কলম্বাস এর দ্বিতীয় আমেরিকা যাত্রার সঙ্গী লাস ক্যাসাস এই গণহত্যার বিবরণ দিয়েছিলেন এবং তাঁর মতে প্রায় এক কোটি মানুষ এই গণহত্যার বলি হয়েছিল। এই সংখ্যা হিটলারের ইহুদী হত্যার থেকেও বেশী। লাস ক্যাসাস বলেছিলেন, স্প্যানিশদের বর্বরতা থেকে মহিলা ও শিশুরাও রক্ষা পায় নি।মানব সভ্যতার ইতিহাসে উপাসনা পদ্ধতির নামে এই বর্বরতা এর আর এখনো পর্যন্ত কলম্বাসের আমেরিকা 'আবিষ্কার' এর ঘটনা বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও থমাস কুক এর 'অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার' (আদি অস্ট্রেলিয়ানদের গণহত্যা) এর দিনটি পালন করা হয়। এই হচ্ছে ইউরোপিয়ানদের দ্বারা 'আবিষ্কার' এর গল্প। কিন্তু শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে ? মানব সভ্যতার ইতিহাসের এই কলঙ্কিত অধ্যায়গুলি কে মহিমান্বিত করে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে।কারণ ঔপনিবেশিক শিক্ষা আসলে সারা বিশ্বে চার্চের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই চালু হয়েছিল। বাল্য বয়সে যে শিক্ষা বা মতবাদ একবার মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় , তাই মানুষ সারা জীবন বহন করে এবং তাকেই চরম সত্য বলে মনে করে। 'Age of Discovery' নামে একটি অধ্যায় এখনো ICSE বোর্ডের পাঠক্রমে পড়ানো হয়। গণহত্যা কে মহিমান্বিত করার এই শিক্ষা কি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ নয় ?আর পশ্চিম বিশ্ব আমাদের মানবাধিকার নিয়ে বড় বড় ভাষণ দেয়। ভাস্কো-দা-গামা র ভারতবর্ষ 'আবিষ্কার' দিয়ে শুরু করেছিলাম।এখন প্রশ্ন হতে পারে , অন্যান্য দেশের মতো ভাস্কোর ভারতবর্ষ 'আবিষ্কার' এর সময় অন্যান্য দেশের মতো গণহত্যা হয় নি কেনো ? কারণ ভাস্কোর ভারতে পৌঁছানোর পরেও প্রায় ২৬০ বছর পর্যন্ত ইউরোপীয়ানরা সামরিক শক্তির নিরিখে , ভারতের তুলনায় দুর্বল ছিল।ভাস্কো কে কালিকট থেকে পালিয়ে কালিকটের শত্রু কোচিতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এই সময় সামরিক দিক থেকে দুর্বল হওয়ায়, ভারতবর্ষের ভূমি দখল করতে ইউরোপীয়রা ব্যর্থ হলেও ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের জ্ঞান তারা কোনোরকম প্রতিরোধ ছাড়াই ইউরোপে পাচার করতে পেরেছিল। সেই সময় বর্বর , ভারতবর্ষের তুলনায় দরিদ্র ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী হওয়ার আশায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞানের জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী ছিল। তাই ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অতুলনীয় জ্ঞান-ভান্ডার আবিষ্কার করেছিল। রোমান চার্চ সিরীয় খ্রিস্টানদের (যারা যীশুর ১২ জন শিষ্যের একজন, সেন্ট থমাস দ্বারা কেরালায় ৫২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ধর্মান্তরিত) জন্য তার প্রথম মিশন স্কুল ১৫০৮ সালে কোচিতে স্থাপন করে। উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের জ্ঞান পর্তুগিজদের পাচার করা। তারপর সেই বিজ্ঞান কে নিজেদের আবিষ্কার বলে দাবি করা। তথ্য কে বিকৃত করে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইউরোপীয়দের নামে চালিয়ে দেওয়ার এক উদাহরণ আমরা অপেক্ষাকৃত বর্তমানকালেও আমরা দেখতে পাই। যেমন রেডিও তরঙ্গ আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব জগদীশ চন্দ্র বসুর পরিবর্তে ইতালির মার্কনি কে দেওয়া হয়। কলম্বাস পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ ত্রুটি করলেও , আমাদের শেখানো হয় ,'কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার'। কলম্বাস কেমন করে এইরকম একটি ভুল করলেন? আসলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গণিত তখনো ইউরোপের অজানাই ছিল। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন কোণের জন্য ত্রিকোণমিতিক সারণীর প্রয়োজন ছিল যা কেবলমাত্র ভারতেই নির্ণয় করা হয়েছিল।কোচি থেকে জেসুইটরা (ক্যাথলিক চার্চের অনুগামী) ত্রিকোণমিতির সারণি ইউরোপে পাচার করে ও ১৬০৭ সালে জেসুইট জেনারেল ক্লভিয়াস নিজের নামে তা প্রকাশ করে। সেই ত্রিকোণমিতির সারণি হাতে পেলেও ক্লভিয়াসের পৃথিবীর সঠিক ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক জ্ঞান ছিল না। এমনকি বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন কলম্বাসের ১৫০ বছর পরেও পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ে ২৫ শতাংশ ত্রুটি করেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে আল-বিরুণী একাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন যার ত্রুটির পরিমাণ ছিল মাত্র ১ শতাংশ । অর্থাৎ , কলম্বাস গোলাকার পৃথিবীর ধারণা ইউরোপের মুসলিমদের থেকে পেয়েছিলেন। সমুদ্রযাত্রার জন্য সমুদ্রে অক্ষাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি জানা আবশ্যক।আর সেই সময় স্থানীয় অক্ষাংশ বের করতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ জানতেই হতো। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন ত্রিকোণমিতিক সারণীর। ত্রিকোণমিতিক সারণী হাতে পেলেও তা বুঝতে ইউরোপের কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল যেমন বেশিরভাগ নকলের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। ন্যাভিগেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় গণিত ও বিজ্ঞানের অভাবে কলম্বাস ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য যাত্রা করে আমেরিকা পৌঁছে গিয়ে, আমেরিকার অধিবাসীদের নাম দিলেন 'Red Indian'। যে সামুদ্রিক যাত্রাগুলি আসলে মানব সভ্যতার ইতিহাসের বর্বরতা ও ইউরোপের বিজ্ঞানে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে, সেগুলিকে মহিমান্বিত করে আমাদের পড়ানো হয়। উল্টে , ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের দুটো কারণ এক খ্রিষ্টীয়করণ এবং দুই ভারতীয় বিজ্ঞানের নকল করে ইউরোপে পাচার খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়। এই সত্যগুলো এখনো জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। ঔপনিবেশিকতা কি এখনো আমাদের শিক্ষা কে গাস করে রাখে নি ? ভারতবর্ষের শিক্ষা কি , সত্যের পক্ষে কথা বলছে? ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতার যে মিথ্যা কাহিনী শিশুমনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে , তা থেকে না বেরোতে পারলে এবং ভারতবর্ষের বিজ্ঞান এর সঠিক ও গৌরবময় ইতিহাস পাঠ্যবইতে ঠাঁই না পেলে , ভারতের ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে তারা কি আত্মবিশ্বাসী ও গর্বিত হতে পারবে ? তবুও স্বাধীনতার এতবছর পর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত করার সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে 'National education Policy ২০২০' এর মাধ্যমে। NEP এর ৪.২৭ para তে বলা হয়েছে -"Knowledge of India" will include knowledge from ancient India & itós contribution to modern India & its success and challenges – and a clear sense of Indiaós future aspirations with regard to education – health – environment – etc.। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের সঠিক ও গৌরবময় ইতিহাস জেনে একজন ভারতীয় হিসেবে গর্ববোধ করবে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে এই দেশকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে—এই আমাদের আশা।

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

গত সংখ্যার পর

পর্ব-৩

ব্যাঙ্গালোরে ছোট্ট শিবাজী

শিবাজীর বয়স যখন ছয় বছর, তখন শাহাজী জিজাবাঈ ও শিবাজীকে বাঙ্গালোরে নিয়ে এলেন। আদিলশাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁকে মহারাষ্ট্রে রাখা নিরাপদ হবে না। সেই কারণে তিনি শাহাজীকে কর্ণাটক প্রান্তে নিযুক্ত করেন। মহারাষ্ট্রের তুলনায় সেই সময় হিন্দুত্বের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল দক্ষিণের এই প্রদেশে। ছোট ছোট নৃপতিরা দুর্বল হলেও তাঁরা ছিলেন হিন্দু। তাছাড়া, সারা জীবন পরিবারের সান্নিধ্য থেকে দূরে সর্বক্ষণ যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে হয়েছে তাকেঁ, সেই কারণে শাহাজীও চাইছিলেন তাঁর নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য কিছুটা স্বস্তি ও শান্তির জীবন। অতএব, বাঙ্গালোরে পৌঁছুতে তিনি একটুও দেরী করলেন না।

শাহাজীর অপ্রতিম পরাক্রম দেখে সেনাপতি রণদুল্লা খুবই প্রীত হয়েছিলেন। ঐ রমণীয় নগরটিকে শাহাজী কিম্পগৌড়ার কাছ থেকে জয় করে নিয়েছিলেন। খুশি হয়ে রণদুল্লা খান পারিতোষিক হিসাবে বাঙ্গালোর নগরটি শাহাজীকে দিয়ে দেন। তাই, সেখানেই শাহাজী সপরিবারে বসবাস করার ব্যবস্থা করলেন।

এই সময়ে শাহাজী বালক শিবাজীর সব রকম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলেন তার নাম দাদাজী কোণ্ডদেব। বালক শিবাজী গুরুর কাছে বসে প্রথম অক্ষর-জ্ঞান ও অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ শুরু করে। তার মেধা ছিল অপূর্ব, তেমনই ছিল তার প্রখর স্মরণ-শক্তি। শুধু একবার গুরুর কাছে সে, যে সব পাঠ শিখত, সহজেই তা আয়ত্ব করে নিত সে পাঠ যতই কঠিন হোক না কেন। গুরু'র কাছে শিবাজী ক্রমে ন্যায়শাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাস, ইত্যাদির সঙ্গে-সঙ্গে মাতৃভাষা ছাড়াও সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী ইত্যাদি ভাষাও শিখতে আরম্ভ করল। গুরু কোণ্ডদেব শিবাজীকে শুধু লেখা-পড়াই নয়, কুস্তি, মালখাঁব, খড়্গ (তলোয়ার), ছুরিকা, বর্শা, বল্লম, তীর-ধনুক ইত্যাদি অস্ত্র চালনা, যুদ্ধবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্ব-পরীক্ষা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষা দিতেন একেবারে নির্দিষ্ট দিনলিপি অনুযায়ী। তার মধ্যে কোনরকম ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিল না। প্রত্যেকটি শিক্ষার ও দৈনন্দিন কার্য্যক্রমে সময়-সূচি নির্দিষ্ট ছিল। এইভাবে শৈশব-অবস্থা থেকেই শৃঙ্খলাবোধ তথা অনুশাসনের শিক্ষা ও মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। জননী জিজাবাঈয়ের সঙ্গে মন্দিরে যাওয়ার শিবাজীর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিল। সেখানে দেব-দর্শন করা রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ শোনা ছিল তার প্রিয় কাজ। মাঝে-মাঝে শাহাজী শিবাজীকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে বেড়াতে যেতেন। সেই সঙ্গে নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করার এবং রাজনৈতিক কূট-কৌশল শেখারও সুযোগ হত। অত অল্প বয়সেই শিবাজীর মধ্যে মানুষ চেনার এক অনুপম গুণের বিকাশ ঘটেছিল। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শিবাজী অনেক সময়ে পিতার কানে-কানে নিজের মতামত প্রকাশ করত। বালক-পুত্রের কথা শুনে শাহাজী তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

পর্ব-৪

বিজাপুরের দরবারে বালক শিবাজী একবার শাহাজীকে বিজাপুরের দরবারে যেতে হয়েছিল। দরবার হালচালের সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তিনি বালক শিবাজীকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বিজাপুরে পৌঁছে তিনি আগেই শিবাজীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, দরবারে প্রবেশ করে কিভাবে বাদশাহকে কুর্নিশ করতে হয়।

দরবারে প্রবেশ করে শাহাজী, বাদশাহের সামনে মাথা নিচু করে করে দরবারী কায়দায় কুর্নিশ করলেন এবং শিবাজীকেও এভাবে কুর্নিশ করতে বললেন। শিবাজী তা না করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরবারে মানুষগুলোর মুখ আর তাদের হাব-ভাব লক্ষ্য করতে লাগল। শাহাজী বললেন --- "শিউবা, বাদশাহকে প্রণাম কর। ইনি শাহেনশাহ আদিলশাহ, আমাদের রক্ষা-কর্তা ও অন্নদাতা। এঁকে প্রণাম করতে হয়।" কাছাকাছি অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বললেন "আরে বেটা বাদশাহকে সেলাম কর। তোমার ওপর খুশী হবেন, এই ভাবে মাথা নিচু হয়ে বাদশাহকে কুর্নিশ কর" বলে কীভাবে কুর্নিশ করতে হয় দেখিয়ে দিলেন। শিবাজী কিন্তু মাথা নিচু হলো না। অভিবাদনের জন্য হাতও উঠল না। সে ভাবতে লাগল, এ আমি কোথায় এসেছি? আর সিংহাসনের উপর যে বিলাসী মাতালটা বসে আছে, তার সামনে মাথা নিচু করব ? কখনো না ! এই সব বিধর্মী ও দেশের শত্রুদের মধ্যে অনেক হিন্দু শূর-বীরও বসে আছেন। হায় ! তাঁরাও ওদের সঙ্গে কী করে এক হতে পারেন ? ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, এটা আমাদের দেশ। এখানে আমাদের রাজ্য হবে বিধর্মীদের নয়। হ্যাঁ, আমি স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব আজই আমি এই সংকল্প গ্রহণ করলাম। ঈশ্বর হয়তো এ কাজের জন্য জন্য কাজের জন্য জন্যই আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। দস্যুর সামনে মাথা নিচু করব ? কখনো না। "না কখনো না!" বলে শিবাজী হঠাত হঠাত চীৎকার করে উঠল। শিবাজীর মনের অবস্থা বুঝে নিতে শাহাজীর দেরী হইল না। তিনি হাতজোড় করে বালক শিবাজীর অশিষ্ট আচরণের জন্য বাদশাহের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এত সব আড়ম্ভর দেখে বালক ঘাবড়ে গেছে গেছে, ওকে বাড়ী ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করুন।

বাদশাহ বললেন "ঠিক আছে। এখন ও খুবই ছোট। আর একটু বড় হলে ওকে আবার নিয়ে আসবেন। আপনার ছেলে খুব তেজী। ওকে ভালো করে শিক্ষা দিন। আমি ওকে খুব বড় পুরস্কার দেব।" শাহাজী তাঁর কর্মচারীদেকে সঙ্গে শিবাজীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বিজাপুর শহরের রাজপথে যাবার সময়ে সর্বত্র ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, আরাম ও ভোগ-বিলাসিতার প্রদর্শনী দেখে শিবাজীর মনে হল। এখানে থেকে শুধু বাদশাহের আদরের মানুষ, কিন্তু এসব সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত অধিকারী কে ? এর সত্যিকারের অধিকারী তো এসব দরিদ্র বনবাসী, গিরিজন আর অসহায় গ্রামবাসীরা। তখনই বালক শিবাজী আবার মনে মনে সংকল্প করল এই সব বিদেশি বিধর্মী শাসকদের আমিই এই পূণ্যভূমি থেকে উচ্ছেদ করব এবং এ দেশের সব মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করব। পথে যেতে যেতে শিবাজী দেখে চারিদিকে। তখনই হঠাৎ এক জায়গায় চোখে পড়ল--- এক কসাই একটি গরুকে প্রকাশ্য রাজপথেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। বিদ্যুৎবেগে শিবাজী তার কাছে ছুটে গেল এবং কেউ কিছু বোঝবার আগেই নিজের ছোট্ট তলোয়ারের এক কোপে কসাইয়ের হাত কেটে ফেলল। চারিদিকে ভীষণ হৈ-চৈ পড়ে গেল, কিন্তু শিবাজীর ক্রুদ্ধ আরক্ত চোখ আর রক্তমাখা তলোয়ার দেখে তার কাছে যাবার কারো সাহস হলো না। কর্মচারীরা অনেক বুঝিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে এল, কিন্তু যাবার আগে শিবাজী চীৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিল এখানে আর কখনো যেন গোহত্যা না করা হয়। পথের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংবাদ শাহাজীর কাছেও পৌঁছুল এবং দরবারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও জানতে পারলেন। শাহাজী কালবিলম্ব না করে বাড়ি ফিরে এলেন এবং শিবাজীকে বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দিলেন। কথিত আছে যে শিবাজীর এই ক্ষোভের কথা কথা জানতে পেরে বিজাপুরের সুলতান প্রকাশ্য রাজপথে গোহত্যা ও গোমাংস বিক্রী বন্ধ করা আদেশ দেন।

বিজাপুরের কাজ শেষ করে শাহাজী বাঙ্গালোরে ফিরে এসে তাঁর ছেলের সব কাণ্ড-কারখানা বিবরণ করে বললেন "ধন্যি ছেলেকে জন্ম দিয়েছো জিজাবাঈ ! ওঃ বাদশাহের সামনে কিছুতেই মাথানত করল না ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে আর অন্য সব সর্দারদের মুখের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল কখনোই সেলাম করবে না!" জিজাবাঈ শিবাজীর কাছে সবই শুনেছিলেন। প্রত্যক্ষ বাদশাহের সামনে গিয়ে বালক পুত্রের অমন দুর্দমনীয় সাহস ও আত্মসম্মান-বোধের কথা শুনে গর্বে বুক ভরে গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। মুসলমান অধ্যুষিত প্রত্যক্ষ রাজপথে গোমাংস বিক্রেতার হাত কেটে ফেলায় তিনি যে যে যে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, সে কথাও তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। তখনই তিনি শিবাজীকে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেছিলেন "শিউবা অকারণ দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে জীবনকে বিপন্ন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রাজনীতিতে কূট-কৌশল একটা বড় গুণ, খুব দরকারী। ক্রোধকে সংযত করা, ভয়ঙ্কর প্ররোচনাতেও মনের ধৈর্য না হারানো হারানো না হারানো হারানো শ্রেষ্ঠ রাজার মধ্যে, শাসকের মধ্যে এই সব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।"

একটু থেমে জিজাবাঈ স্নেহমাখা স্বরে বললেন "তুই তো আমার রাজা শিবাজী ! তুই দেশে স্বাধীন করবি, দুঃখ-কষ্ট-দূর করবি। তোকে এখন অনেক কাজ করতে হবে অনেক দিন বাঁচতে হবে।"

শাহাজীর কথা শুনে জিজাবাঈ মুচকি হেসে বললেন "তোমার এই ছেলে যে আর পাঁচটা ছেলের মত সাধারন ছেলে নয় সে কথা তোমার বাদশাহ আর তাঁর দরবারের সকলে বুঝে গেছেন !" "খুব ভালো করে বুঝছেন," শাহাজী উওর দিলেন। "আমি এখন ভাবছি, শিবাজীকে বাঙ্গালোরে রাখা ঠিক হবে না। তোমার কি মনে হয় ?"

জিজাবাঈ বললেন "আমার মতে শিবাজীকে নিয়ে পুনাতে চলে যাই। ওখানেই ওর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হোক।" "হ্যাঁ আমারও সেই মত। তবে এ ব্যাপারে দাদাজি পন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে," শাহাজী জবাব দিলেন। শিবাজীর শিক্ষক তথা গুরু দাদাজী কোণ্ডদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে জিজাবাঈ ১৬৩৯ সালের প্রথম দিকেই শিবাজীকে নিয়ে পুনা রওনা হলেন। সঙ্গে দাদাজী কোণ্ডদেব এবং শাহাজীর কয়েকজন বিশ্বাসভাজন কর্ম-কৎপর কর্মচারী ছিলেন। শিবাজীর শিক্ষা-দীক্ষা এবং পুনার জাগীরের সম্পূর্ণ শাসন ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব দাদাজী উপরেই সমর্পণ করে শাহাজী নিশ্চিত হলেন। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্থন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপরাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতির পদকে সম্মান করা সবার দায়িত্ব, ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক: মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি সফরের সময় নিরাপত্তা ত্রুটি ও অনুষ্ঠানস্থল বদল নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যে ঘটনাটিকে "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক" বলে মন্তব্য করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির পদকে সম্মান করা এবং তার প্রোটোকল মানা সবার জন্য অপরিহার্য।

রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে মায়াবতী বলেন, "ভারতের সংবিধানের আদর্শ ও মর্য্যাদা অনুযায়ী সম্মানীয় রাষ্ট্রপতির পদকে সবাইকে সম্মান জানানো এবং তার প্রোটোকল মেনে চলা জরুরি। এই পদকে কোনওভাবেই রাজনীতির বিষয় করা ঠিক নয়।"

তিনি আরও বলেন, "বর্তমান রাষ্ট্রপতি শুধু একজন নারীই নন, তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধি। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় তাঁর সঙ্গে যা ঘটেছে, তা হওয়া উচিত ছিল না। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।"

এই প্রসঙ্গে তিনি সংসদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, সংসদের রাজনীতিকরণ এবং বিশেষ করে লোকসভার স্পিকারের পদকে ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও ঠিক নয়। সকল রাজনৈতিক দলকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সাংবিধানিক পদগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মায়াবতী বলেন, সোমবার থেকে শুরু হতে চলা সংসদের অধিবেশন দেশের স্বার্থে নির্বিঘ্নভাবে চলা উচিত। "দেশ ও জনগণের স্বার্থে আগামীকাল থেকে শুরু হওয়া সংসদের অধিবেশন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও সুচারুভাবে চলুকএটাই মানুষের প্রত্যাশা এবং সময়ের দাবি," বলেন তিনি।

উল্লেখ্য, দার্জিলিং জেলায় সাঁওতাল সম্মেলনের অনুষ্ঠানের স্থান শেষ মুহূর্তে বদল হওয়াকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূত্রপাত। দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে স্থান পরিবর্তন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের অসুবিধার কথাও তুলে ধরেন।

ঘটনাটি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু-সহ একাধিক নেতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন।

আম্বেদকরের সংবিধানের বদলে দলীয় ইস্তাহার বসাতে চাইছে বিজেপি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ: বিজেপি নাকি দেশের সংবিধানের জায়গায় নিজেদের দলীয় ইস্তাহার বসানোর চেষ্টা করছেএমনই গুরুতর অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সাংবিধানিক পদগুলিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে কেন্দ্রের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন দার্জিলিং জেলার গোসাইপুরে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র নির্ধারিত অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনকে ঘিরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "আজ আমরা যে পরিস্থিতি দেখছি তা নজিরবিহীন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং এই প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর সরাসরি আঘাত।'এক দেশ, এক নেতা, এক দল'-এর উন্মাদনায় বিজেপি প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সাংবিধানিক পদকে নিজেদের জনবিরোধী উদ্দেশ্য পূরণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, বিভিন্ন জাতীয় কমিশন, একটি অংশের গণমাধ্যম এবং বিচারব্যবস্থার কিছু অংশকে ব্যবহার করেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এখন নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-কে ব্যবহার করে রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি কটাক্ষ করে একে "ভ্যানিশ কমিশন" বলেও উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ওরা চায় বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর-এর সংবিধানের জায়গায় নিজেদের দলের ইস্তাহার বসাতে।

আমি এর বিরুদ্ধে লড়েছি, এখনও লড়ব।"

তিনি আরও জানান, ধর্মতলায় তাঁর ধর্না বাংলাবিরোধী সব রাজনৈতিক পরিকল্পনার জবাব। "বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতা। আমার অগ্রাধিকার সবসময় মানুষ," বলেন তিনি।

পোস্টের শেষদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ভাঙতে যেমন বাংলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই আবার উঠবে এবং বিজেপির পতনের পথ তৈরি করবে।"

তামিলনাড়ু বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিতে ১,২৪৯ কর্মী মোতায়েন

চেন্নাই, ৮ মার্চ: আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে ১,২৪৯ জন কর্মী পুনর্নিয়োগ করল তামিলনাড়ু নির্বাচন দফতর। নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক ও লজিস্টিক চাপ বাড়বে বলে অনুমান করে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

নির্বাচন দফতরের সূত্রে জানা গেছে, ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও ত্রুটিমুক্ত করতে চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক একাধিক কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভোটকেন্দ্রের পরিকাঠামো পর্যালোচনা, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) প্রস্তুত রাখা এবং রাজ্যজুড়ে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা।

কর্মকর্তাদের মতে, নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করলে নির্বাচন দফতরের কাজের চাপ আরও বাড়বে। সেই কারণে রাজ্য সরকার অস্থায়ীভাবে ১,২৪৯টি অতিরিক্ত পদ তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই কর্মীরা ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, ইভিএম সংরক্ষণ ও বিতরণ সমন্বয় করা, ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা এবং জেলা নির্বাচন দফতর ও রাজ্য সদর দফতরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার মতো নানা কাজে সহায়তা করবেন।

এছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি বা মডেল কোড অব কন্ডাক্ট কার্যকর হলে তার বাস্তবায়নেও তারা নজরদারি করবেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ, পোস্টার বা ব্যানারের মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি বিকৃত করা রোধ করা এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা যাতে নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলে তা নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত।

ভোটার সচেতনতা বাড়ানোও এই অতিরিক্ত কর্মীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে। নির্বাচন দফতর নাগরিকদের ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম যাচাই করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে প্রচার বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, নিয়োগের দিন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এই অস্থায়ী পদগুলি কার্যকর থাকবে। এই সময়ের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি, ভোটগ্রহণ এবং ভোট-পরবর্তী প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করা হবে।

চেন্নাই, মাদুরাই, কোয়েম্বাটুর, সেলম, তিরুনেলভেলি, তিরুপ্পুর, কাঞ্চিপুরম এবং ভিল্লুপুরমসহ বিভিন্ন জেলায় এই কর্মীদের মোতায়েন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, অতিরিক্ত জনবল রাজ্যের নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।

হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশনে একাধিক ট্রেন বাতিল, ভোগান্তিতে গ্রুপ-ডি পরীক্ষার্থীরা

কলকাতা, ৮ মার্চ: রবিবার সকালে হাওড়া ও আসানসোল রেল ডিভিশনে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল হওয়ায় গ্রুপ-ডি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে যাওয়া পরীক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে।

জানা গেছে, গ্রুপ-ডি লিখিত পরীক্ষার জন্য মোট প্রায় ৮ লক্ষ ৯ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের দিনেই বহু ট্রেন বাতিল হওয়ায় অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন।

রেল সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ ও ডিস্টেন্টসিং ব্লক কাজের জন্য যাত্রীদের নিরাপদ ও সময়মতো যাতায়াত নিশ্চিত করতে কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং কিছু ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

পূর্ব রেলের এক মুখপাত্র জানান, যাত্রীদের অসুবিধা এড়াতে বাতিল ও সময় পরিবর্তন করা ট্রেনগুলির তথ্য আগেই জানানো হয়েছে। যাত্রীদের স্টেশন বা রেলের সরকারি ওয়েবসাইট দেখে ট্রেনের সময়সূচি যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার হাওড়া স্টেশন থেকে ৩৭৮২৩, ৩৭৮২৫, ৩৭০৫৫, ৩৭৬৫১, ৩৭২৩৭, ৩৭২৪১, ৩৬৮২১, ৩৬৮২৩, ৩৬৮২৭, ৩৬০৩১, ৩৬০৩৩, ৩৭৯১৭ ও ৩৭৬১১ নম্বর ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যান্ডেল, শেওড়াফুলি, পাণ্ডুয়া, মেমারি, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, বর্ধমান, চন্দনপুর, শিয়ালদহ ও ডানকুনি থেকে চলাচলকারী বেশ কিছু ট্রেনও বাতিল হয়েছে।

এছাড়া গোড্ডা-শিয়ালদহ মেমু ট্রেনটি সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। অন্যান্য কিছু ট্রেনের সময়সূচিও পরিবর্তন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আসানসোল ডিভিশনে ডুমকা-জেসিডি ডেমু, বর্ধমান-আসানসোল মেমু, আন্দাল-বর্ধমান মেমু-সহ একাধিক প্যাসেঞ্জার ও মেমু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া-সুরিহুল এক্সপ্রেস ও আসানসোল-গয়া মেমু ট্রেনের সময় প্রায় এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশনের টিকিট কাউন্টার ও হেল্পডেস্ক খোলা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য মোট ১,৭০৭টি পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ১২টা থেকে এবং শেষ হবে ১টা ৪৫ মিনিটে। তবে পরীক্ষার্থীদের দুপুর ২টার আগে কেন্দ্র ছাড়তে দেওয়া হবে না।

নিরাপত্তার স্বার্থে পরীক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু নির্দেশ জারি করা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে বুট বা বন্ধ জুতো পরা যাবে না; কেবল স্লিপার বা হাওয়াই চটি পরে প্রবেশ করতে হবে। মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, গয়না বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক সামগ্রী বহন করা নিষিদ্ধ। কেবল অ্যাডমিট কার্ড, স্বচ্ছ পানির বোতল ও কলম সঙ্গে রাখা যাবে।

রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে: পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠানস্থল বদল বিতর্কে কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় ৯ম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনের অনুষ্ঠানস্থল শেষ মুহূর্তে বদল নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ককে ঘিরে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু রবিবার বলেন, দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যে ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন, তা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের জন্যই "দুঃখজনক"।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে রিজিজু পরোক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধে এবং এটি দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক মর্য্যাদার প্রতীক।

রিজিজু লিখেছেন, "দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জি যে ধরনের কষ্টের কথা প্রকাশ করেছেন, তা শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধেএটি দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক মর্য্যাদার প্রতীক।"

এর আগে শনিবার ঘটনাটি সামনে আসার পর রিজিজু বলেন, "আমি সবসময়ই আদিবাসী ও ভারতীয় হিসেবে গর্ব অনুভব করেছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই লজ্জাজনক কাজ আমার সেই গর্বকে আঘাত করেছে। দেশের রাষ্ট্রপতি এবং সম্মানিত আদিবাসী নারী দ্রৌপদী মুর্মু জিকে অপমান করা আদিবাসী গৌরবের অপমান এবং ভারতের সংবিধানের ওপর আঘাত।" এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপট হল দার্জিলিং জেলার সাঁওতাল সম্মেলনের অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন। মূলত ফাঁসিদেওয়ায় অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে রাজ্য প্রশাসন অনুমতি না দেওয়ায় আয়োজকদের গোঁসাইপুরের একটি ছোট স্থানে অনুষ্ঠানটি সরিয়ে নিতে হয় বলে অভিযোগ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু শেষ মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের অসুবিধার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, রাজ্যে সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা মন্ত্রিসভার কোনও সদস্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

এই ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন মহল থেকে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে এই সমালোচনাকে খণ্ডন করেছেন।

নারীদের জন্য সমান সুযোগের সমাজ গড়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নারীদের জন্য সমান সুযোগ ও মর্য্যাদার সমাজ গড়ার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে রাষ্ট্রপতি বলেন, "আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। শিক্ষিত ও ক্ষমতায়িত নারীরাই একটি প্রগতিশীল জাতির স্তম্ভ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী শক্তি সাহস ও নেতৃত্বের সঙ্গে সাফল্য অর্জন করে চলেছে, যা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই উপলক্ষে আসুন আমরা সবাই মিলে এমন একটি সমাজ গড়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি, যেখানে প্রত্যেক নারী সমান সুযোগ পাবে এবং মর্য্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারবে। নারীদের আকাঙ্ক্ষা ও সাফল্য যেন আরও ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যৎ গড়তে পথ দেখায়।"

বিশ্বজুড়ে রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে। এই দিনটি নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি লিঙ্গসমতার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য উদযাপিত হয়।

২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম হলো 'অধিকার। ন্যায়বিচার। পদক্ষেপ। সকল নারী ও মেয়েদের জন্য।'যার মূল লক্ষ্য নারীদের আইনি অধিকার ও সুরক্ষা শুধু আইনে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব জীবনে কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সূচনা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। সে সময় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার নারীরা উন্নত কর্মপরিবেশ, সমান মজুরি এবং ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন।

১৯০৮ সালে প্রায় ১৫ হাজার নারী নিউইয়র্কে মিছিল করে কম কর্মঘণ্টা, ন্যায্য মজুরি এবং ভোটাধিকার দাবি জানান। পরে সমাজকর্মী ক্লারা জেটকিন কোপেনহেগেনে এক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন, যা ধীরে ধীরে বহু দেশে সমর্থন পায়।

পরবর্তীতে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্বীকৃতি দেয় এবং ৮ মার্চকে বিশ্বজুড়ে নারীর অধিকার ও সমতার দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ইরান যুদ্ধের মধ্যেও তেলের দাম নিয়ে উদ্বেগ নেই: ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ মার্চ: ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের মধ্যেও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ যথেষ্ট রয়েছে এবং দাম বাড়লেও তা সাময়িক হবে।

এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, "এই মুহূর্তে গ্যাসের দাম নিয়ে আমি চিন্তিত নই।" তিনি এই সামরিক অভিযানের প্রভাবকে স্বল্পমেয়াদি বলে উল্লেখ করেন।

ট্রাম্প বলেন, "এটি একটি ছোট অভিযান, যা গত ৪৭ বছর আগেই করা উচিত ছিল। কোনও প্রেসিডেন্টের সেই সাহস ছিল না।"

তিনি আরও বলেন, যুদ্ধের কারণে স্বল্প সময়ের জন্য তেলের দাম বাড়তে পারে, তবে খুব দ্রুতই তা স্থিতিশীল হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, "আমরা ধরে নিয়েছিলাম তেলের দাম বাড়বে কিন্তু তা আবার কমেও যাবে।"

মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত সত্ত্বেও বিশ্বে তেলের সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে। তিনি বলেন, "বিশ্বে প্রচুর তেল রয়েছে। আমাদের দেশেও বিপুল পরিমাণ তেল আছে।"

সাংবাদিকরা যখন জানতে চান, জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল রাখতে যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেবে কি না, তখন ট্রাম্প বলেন প্রয়োজনে প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, "যদি প্রয়োজন হয়, চাপ কিছুটা কমাতে আমি তা করব।"

তিনি ইঙ্গিত দেন যে পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত তেল ভাণ্ডার ব্যবহার করা হতে পারে। "প্রয়োজনে স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ ব্যবহার করা যেতে পারে," বলেন তিনি।

এ সময় তিনি পূর্ববর্তী প্রশাসনের সমালোচনা করে দাবি করেন, তাঁর সময়ে ভাণ্ডার পূর্ণ করা হলেও পরে তা ইতিহাসের সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে।

এছাড়া বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ হরমুজ প্রণালী-এ জাহাজ চলাচল নিয়ে উদ্বেগের প্রসঙ্গেও কথা বলেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, চলমান সংঘাতে ইরানের নৌবাহিনী বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছে উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল পরিবাহিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে কোনও ধরনের অস্থিরতা দেখা দিলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে আন্তর্জাতিক তেলের দামে।

NOTICE INVITING e-TENDER
No. F.6(4)-SA/BGF/Carrying/ 2025-26/7056 Dated: 24/02/2026.

The Supdt. of Agriculture, Bagafa, invites on behalf of the 'Governor of Tripura' an e-tender from bonafied and resourceful transport contractor of Indian nationality /Firms/Agencies conforming to eligibility criteria of the tenderer as stipulated in this tender document up to 10/03/2026 5.30 PM for the following work.

Sl. No	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender fee	Completion period	Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Internal Carrying of Agri. Inputs (Seed/Fertilizer/PPC etc.) in Bagafa Agri. Sub-Division, Santirbazar w.e.f. 04/04/2026 to 03/04/2027	Rs. 10,00,000/-	EMD: Rs. 10,000/- Tender fee: Rs.1,000/-	365 days	10/03/2026 5.30 PM	11/03/2026 01.00 PM	https://tripuratenders.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bid Submission. Submission of bids physically is not permitted.

Bid Fee and Earnest Money Deposit are to be paid electronically over the Online Payment facility provided in the Portal, any time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date, using either of the supported Payment Mode like Net Banking/ Debit Card/ Credit Card. The Bid Fee of Rs.1, 000.00 (Rupees One Thousand) only, as paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.

Bid(s) shall be opened through online process by respective designated Bid openers on behalf of the Supdt. of Agriculture, Bagafa and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact sabagafa123@gmail.com

ICA/C/ 9706/26

Rajib Sen
Supdt of Agriculture Bagafa, South Tripura.

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed tender/quotation from the Bonafide firms /Registered firms/ Manufacturers / Authorized dealers /Govt. contractors/trade licence holder for supplying different type of Electric goods/ Sports items/ Utensils / Iron items/ Miscellaneous & Expendable items / Paints / Electric tools/ P.A equipment/ Training Aids, Job works and Plumbing Items etc. during the financial year 2026-27 to 9th Bn TSR (IR-IV).

02. Tender form, List of items, Terms and Conditions for supply of above mentioned items may be collected from the Office of the Commandant, 9th Bn TSR (IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South, Tripura during office hours up to 18.03.2026 on cash payment of Rs. 200/- or the same can also be available in website www.tripura.gov.in.

03. The tender will be received up to 1700 hours on 18.03.2026 and will be opened on 19.03.2026 at 1100 hours, if possible.

ICA/C/4711/26

Commandant
9th Battalion TSR(IR-IV)
Hichacherra, Jolaibari,
South Tripura

রবিবার আগরতলরায় মলিহা কমিশনের উদ্যোগে নারী দিবস পালন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্মার্টফোন ব্যবহারে ক্ষয় হচ্ছে দাঁত?

ইসরায়েলের তেল আবিব ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যারা অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া বা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে "ব্রুক্সিজম" বা ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষার প্রবণতা অনেক বেশি। স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে যে মানসিক চাপ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চোয়ালের পেশিতে। এর ফলে দাঁতের এনামেল স্তর দ্রুত ক্ষয়ে গিয়ে দাঁত শিরশির করা বা ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। আপনার হাতের স্মার্টফোনটি কেবল আপনার চোখের বা ঘুমের ক্ষতি করছে না, এটি নিঃশব্দে আপনার হাসিরও বারোটা বাজাচ্ছে। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সাম্প্রতিক একাধিক আন্তর্জাতিক গবেষণায় স্মার্টফোন আসক্তির সঙ্গে দাঁত ও চোয়ালের সমস্যার সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। 'ন্যাশনাল ডেন্টিস্ট ডে'-তে জানুন আসল কারণ।

কী বলছে বিজ্ঞান?

স্মার্টফোনের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করলে (প্রায় ৪৫ থেকে ৬০ ডিগ্রি কোণ), ঘাড়ের ওপর প্রায় ২৭ কেজি ওজন বা চাপ পড়ে। একে বলা হয় 'টেক-নেক'। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই অতিরিক্ত চাপের ফলে আমাদের চোয়ালের সন্ধিস্থল বা (TMJ) তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে যেতে পারে। এর ফলে চোয়ালে ব্যথা, মুখ খুলতে সমস্যা এবং দাঁতের পাটির অ্যালাইনমেন্ট বা বিন্যাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ইসরায়েলের তেল আবিব ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যারা অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া বা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে 'ব্রুক্সিজম' বা ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষার প্রবণতা অনেক বেশি। স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে যে মানসিক চাপ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চোয়ালের পেশিতে। এর ফলে দাঁতের এনামেল স্তর দ্রুত ক্ষয়ে গিয়ে দাঁত শিরশির করা বা ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

ফোনের স্ক্রিনে মগ্ন থাকার সময় অনেক ক্ষেত্রে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া হয়। অনেকে আবার দীর্ঘক্ষণ জল পান করেন না। আমেরিকার 'এ কে ডেন্টাল' ক্লিনিকের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় আমাদের লালা নিঃসরণ কমে যেতে পারে। লালা হল মুখের প্রাকৃতিক পরিষ্কারক, যা ব্যাকটেরিয়া ধুয়ে দেয়। লালা কমে গেলে মুখ শুকিয়ে যায়, যার ফলে ক্যাভিটি এবং মাড়ির রোগের প্রকোপ বহুগুণ বেড়ে যায়।

যদিও স্ক্রিনের নীল আলো সরাসরি দাঁত নষ্ট করে না, তবে এটি শরীরের 'মেলাটোনিন' হরমোন কমিয়ে দেয়। এর ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। দুর্বল ইমিউনিটির কারণে মাড়িতে সংক্রমণ বা পিরিওডন্টাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বাঁচবেন কীভাবে?

গবেষকরা বলছেন, স্মার্টফোন পুরোপুরি ছাড়ার প্রয়োজন নেই, তবে অভ্যাসে কিছু বদল আনা জরুরি:

ফোন ব্যবহারের সময় সেটি চোখের সোজাসুজি রাখুন, যাতে ঘাড়ে বা চোয়ালে চাপ না পড়ে। প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ফোন থেকে বিরতি নিন এবং চোয়ালের পেশি শিথিল করুন। ফোন ব্যবহারের মাঝে পর্যাপ্ত জল পান করুন যাতে মুখ শুকিয়ে না যায়।

নারকেলের চিনি শরীরের জন্য ভালো

চিনির লোভ এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। নামের মধ্যে যতটা মিষ্টি থাকুক না কেন শরীরে বা রক্তে কোথাও মিষ্টি থাকা একেবারেই ঠিক নয়। চিনি খেলে ওজন বাড়ে, সুগার হয়। আর নিয়মিত চিনি খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। রক্তে বিষাক্ত করে দিতে এই চিনির জুড়ি মেলা ভার। চিনিকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারলে সবচাইতে ভাল। চিনির পরিবর্ত হিসেবে বাজারে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। আর তাই এই চিনির পরিবর্তে নারকেলের চিনি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকে। তবে নারকেলের চিনি কতখানি স্বাস্থ্যকর, এই চিনি কি রোজকার ডায়েটে রাখা যেতে পারে? জেনে নিন

আখের রস থেকে চিনি তৈরি করা হয়। পুষ্টিবিদ লাভনীত বাত্রার মতে এই আখের রস থেকে তৈরি চিনির মধ্যে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৬০, যা খুবই বিপজ্জনক। এর ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে সেই সঙ্গে ইনসুলিন রেজিট্যান্স নষ্ট হয়ে যায়, বাড়ে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকিও। চিনির মধ্যে কোনও রকম ভিটামিন আর খনিজ থাকে না। ফলে শরীরের জন্য কোনও অর্থেই চিনি ভাল নয়। আখের রস থেকে চিনি তৈরি হয়, আবার স্টেভিয়া নামের গাছের পাতা থেকে সুগার ফ্রি তৈরি করা হয়। এবার মনে প্রশ্ন আসতে পারেই যে, নারকেলের চিনি আদতে কি?

নারকেলের ফুলের মধ্যে যে রস থাকে তা বাষ্পীভূত করেই তৈরি করা হয় নারকেলের চিনি। এই রস বাষ্পীভূত হয়ে যে ক্রিস্টাল তৈরি করা হয় সেখান থেকেই বানানো হয় চিনি। নারকেলের চিনির মধ্যে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স একেবারেই কম, মাত্র ৩৫। চিনির তুলনায় যা অনেক কম। আর নারকেলের তৈরি চিনি খেলে কমে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও।

নারকেল থেকে তৈরি এই চিনি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা চট করে বাড়ে না। এছাড়াও নারকেলের তৈরি চিনির মধ্যে থাকে শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড যেমন অ্যাসিটেট, বুটাইরেট এবং প্রোপিওনেট- যা ডায়াবেটিসের জন্য ভাল। আর নারকেলের মধ্যে থাকে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, জিঙ্ক, আয়রন, পটাসিয়াম, ফসফরাস, ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস, পলিফেনল। যে কারণে চিনির ছাড়া এই নারকেলের চিনি এত ভাল। তবে স্বাস্থ্যকর বলে যে এই চিনি প্রচুর পরিমাণে খাবেন তা একেবারেই নয়। এতে শরীরের ক্ষতি বেশি। রান্নায়, তরকারিতে এই চিনি ব্যবহার করতে পারেন।

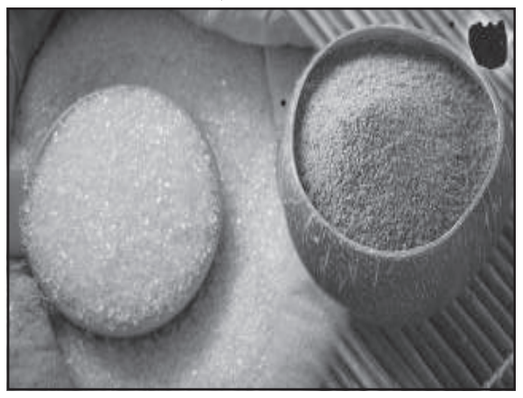

ফেলে দেওয়া সাবানের পাতলা টুকরো দিয়েই হতে পারে মুশকিল আসান

স্নান বা হাত ধোয়ার সময় সাবান যখন একদম পাতলা বা ছোট হয়ে যায়, তখন তা ব্যবহার করা কঠিন ভেবে ডাস্টবিনে ফেলে দিই। কিন্তু একটু সচেতন হলেই এই ছোট ছোট সাবানের কত্তল আপনার পকেটের টাকা যেমন সাশ্রয় করতে পারে, তেমনই ঘরের অনেক খুঁটিনাটি কাজকে সহজ করে দেয়। আমাদের অনেকেরই অভ্যাস, স্নান বা হাত ধোয়ার সময় সাবান যখন একদম পাতলা বা ছোট হয়ে যায়, তখন তা ব্যবহার করা কঠিন ভেবে ডাস্টবিনে ফেলে দিই। কিন্তু একটু সচেতন হলেই এই ছোট ছোট সাবানের কত্তল আপনার পকেটের টাকা যেমন সাশ্রয় করতে পারে, তেমনই ঘরের অনেক খুঁটিনাটি কাজকে সহজ করে দেয়।

১. আলমারি রাখুন সুগন্ধিত পুরনো বা ছোট হয়ে যাওয়া সাবানের টুকরোগুলো প্রথমে ভালো করে শুকিয়ে নিন। এবার একটি পাতলা সুতির কাপড় বা জালিদার ছোট পোটলায় ভরে মুখটি বেঁধে দিন। এই পোটলাটি জামাকাপড়ের ভাঁজে বা ড্রয়ারের এক কোণে রেখে দিন। এতে বর্ষাকালে বা বদ্ধ জায়গায় কাপড় থেকে যে ভ্যাপসা গন্ধ বের হয়, তা দূর হবে এবং আলমারি খুললেই এক মনোরম সুগন্ধ পাওয়া যাবে।

২. জুতোর দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি গরম বা বর্ষায় জুতো থেকে ঘামের দুর্গন্ধ আসা এক বড় সমস্যা। এই বিড়ম্বনা এড়াতে রাতে ঘুমানোর আগে জুতোর ভেতরে শুকনো সাবানের একটি ছোট টুকরো রেখে দিন। এটি জুতোর ভেতরের অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুষে নেবে এবং দুর্গন্ধ দূর করে জুতোকে ফ্রেশ রাখবে।

৩. বাথরুম থাকবে সতেজ বাথরুম পরিষ্কার করার পরেও অনেক সময় সিঁতসেঁতে বা ভ্যাপসা গন্ধ থেকে যায়। এক্ষেত্রেও কাজে লাগান ছোট সাবানের টুকরো। একটি বাটিতে বা জালিদার ব্যাগে সাবানের কুচিগুলো রেখে বাথরুমের এক কোণে ঝুলিয়ে দিন। বাতাসের আর্দ্রতার সংস্পর্শে এলে এটি থেকে অনবরত সুগন্ধ বের হতে থাকবে, যা বাথরুমকে দীর্ঘক্ষণ ফ্রেশ রাখবে। ৪. ঘরেই বানান লিকুইড সোপ ফেলে দেওয়া সাবান দিয়ে খুব সহজেই লিকুইড সোপ তৈরি করা সম্ভব। প্রথমে সাবানের টুকরোগুলো কুচি করে কেটে নিন। এবার একটি পাত্রে জল গরম করে ডাবল বয়লার পদ্ধতিতে সাবানগুলো গলিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে তাতে পছন্দের এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে একটি বোতলে ভরে রাখুন। এটি হ্যান্ডওয়াশ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে অনায়াসেই।

৫. সেলাইয়ের জন্য মার্কিং চক আপনি কি বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করেন? তাহলে দর্জির চকের বদলে শুকনো সাবানের টুকরো ব্যবহার করে দেখুন। কাপড়ের ওপর মাপজোখ করার জন্য শুকনো সাবান দিয়ে দাগ কাটলে তা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনই কাচার সময় খুব সহজেই উঠে যায়। এতে বাড়তি টাকা খরচ করে চকেরও প্রয়োজন হবে না। তাই পরের বার সাবান ছোট হয়ে গেলে তা ডাস্টবিনে ফেলার আগে এই সহজ পদ্ধতিগুলো অবশ্যই ট্রাই করে দেখুন। সাধারণ জিনিসের সঠিক ব্যবহারই আপনার সংসারকে আরও গোছানো এবং সাশ্রয়ী করে তুলবে।

বাঙালির উৎসব মানেই পাতে পোলাও

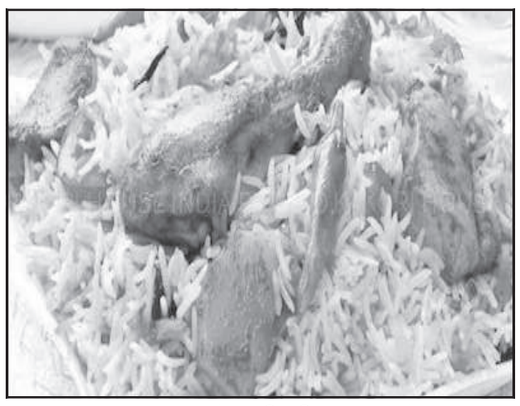

প্রথমে চাল ধুয়ে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে ঘি গরম করে তাতে সব ড্রাই ফ্রুটস হালকা করে ভেজে তুলে নিন। এবার ওই ঘিয়েই গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে চাল দিয়ে দিন। চাল ভাজা হলে পরিমাণমতো গরম জল ও নুন দিন। জল শুকিয়ে এলে জাফরান মেশানো দুধ, চিনি এবং ভাজা ড্রাই ফ্রুটস ও ফলের টুকরোগুলো ওপর থেকে ছড়িয়ে দিন। বাঙালির উৎসব মানেই পাতে এক থালা ধোঁয়া ওঠা পোলাও। তবে সব সময় সেই চেনা বাসন্তী পোলাও কি আর ভালো লাগে? স্বাদে একটু বদল আনতে এবং জিভকে নতুনত্ব দিতে আপনিও বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন এই ৩টি বিশেষ পোলাও। রেসিপিগুলো যেমন সহজ, তেমনই স্বাদে রাজকীয়।

রাজকীয় কাশ্মীরি পোলাও

উপকরণ: বাসমতী চাল (৫০০ গ্রাম), ঘি (৪ টেবিল চামচ), কাজু, কিসমিস, আখরোট (১ কাপ), আপেল ও আঙুর কুচি (অল্প), জাফরান ভেজানো দুধ (আধ কাপ), তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ এবং স্বাদমতো নুন ও চিনি। প্রণালী: প্রথমে চাল ধুয়ে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে ঘি গরম করে তাতে সব ড্রাই ফ্রুটস হালকা করে ভেজে তুলে নিন। এবার ওই ঘিয়েই গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে চাল দিয়ে দিন। চাল ভাজা হলে পরিমাণমতো গরম জল ও নুন দিন। জল শুকিয়ে এলে জাফরান মেশানো দুধ, চিনি এবং ভাজা ড্রাই ফ্রুটস ও ফলের টুকরোগুলো ওপর থেকে ছড়িয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে দমে রাখুন ৫ মিনিট। তৈরি আপনার সুগন্ধী কাশ্মীরি পোলাও।

সুগন্ধী মেথি মটর পোলাও যারা খুব বেশি মিষ্টি পছন্দ করেন না, তাদের মেথি আর কড়াইশুঁটির এই যুগলবন্দি অসাধারণ খাবার। উপকরণ: চাল (৩ কাপ), টাটকা মেথি পাতা কুচি (১ কাপ), কড়াইশুঁটি (আধ কাপ), আদা-রসুন বাটা (১ চামচ), পেঁয়াজ কুচি (১টি বড়), ঘি ও সাদা তেল, শাহী গরম মশলা।

প্রণালী: প্রথমে চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। হাঁড়িতে তেল ও ঘি গরম করে পেঁয়াজ কুচি লাল করে ভাজুন। এরপর আদা-রসুন বাটা ও মেথি পাতা দিয়ে ভালো করে কষান। কষানো হলে চাল ও কড়াইশুঁটি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। এবার পরিমাণমতো গরম জল ও নুন দিয়ে ঢাকা দিন। জল টেনে এলে ওপর থেকে সামান্য গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। রায়তার সঙ্গে এটি দুর্দান্ত লাগবে।

পনির নবরত্ন পোলাও

রঙবেরঙের সবজি আর পনিরের টুকরো এই পোলাওকে দেখতে যেমন সুন্দর করে, খেতেও তেমনই সুস্বাদু। উপকরণ: বাসমতী চাল, গাজর, বিনস, ফুলকপি (ছোট টুকরো করা), পনির কিউব (১০০ গ্রাম), কাজু-কিসমিস, ঘি, জিরে ফোড়ন ও সামান্য কেওড়া জল।

প্রণালী: পনিরের টুকরোগুলো হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। সব সবজিগুলোও ঘিয়ে সামান্য নুন দিয়ে ভেজে নিন। এবার আলাদা পাত্রে ঘি গরম করে জিরে ফোড়ন দিন এবং চাল দিয়ে ভাজুন। চাল ভাজা হলে ভাজা সবজি, পনির ও ড্রাই ফ্রুটস মিশিয়ে দিন। পরিমাণমতো জল ও সামান্য চিনি দিয়ে ঢাকা দিন। রান্না শেষে এক ফোঁটা কেওড়া জল ছড়িয়ে দিলে রেস্তোরাঁর খাবারের সঙ্গে পার্থক্য বুঝতে পারবেন না।

মাথা ব্যথা থেকে বাড়তে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি?

মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় যাঁরাই ভোগেন, তাঁরাই বোঝেন এর কষ্ট। মাইগ্রেনে একবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হলে প্রায় দু'দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। মাথার যন্ত্রণার পাশাপাশি বমি বমি ভাব, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। মানসিক চাপ, অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া, হরমোনের ভারসাম্যহীনতার মতো নানা বিষয় মাইগ্রেনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। মাইগ্রেনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে জীবনধারা উপর নজর দিতে হয়। কিন্তু সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, মাইগ্রেনের সমস্যার সঙ্গে হৃদরোগের যোগ থাকতে পারে। পাবলিক লাইব্রেরি অফ সায়েন্স মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, আপনার মাথার এক পাশে যদি গুরুতর যন্ত্রণা হয়, তাহলে এটি স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। মাইগ্রেন হল একটি স্নায়ুবিক অবস্থা। মাইগ্রেনে ভুগলে মাথার যন্ত্রণার পাশাপাশি ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। যদিও মাইগ্রেনের উপসর্গ ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হয়। তবে, ক্লাস্টার মাইগ্রেন খুব বিরল রোগ। এতে চোখ থেকে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। তার সঙ্গে চোখ লাল হয়ে যায় এবং জল বেরোতে থাকে। ডাক্তারের পরিভাষায় বলা হয় হাইপোথালামাস।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাইগ্রেনের যন্ত্রণা বাড়তে বা কমতে থাকে। এটাই ভবিষ্যতে হৃদরোগ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান, শরীরচর্চা না করা, উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো সমস্যাগুলো হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। একইভাবে, এই শারীরিক সমস্যাগুলো মাইগ্রেনের জন্যও দায়ী। তাই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাইগ্রেনে আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের মতো হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে মাইগ্রেন হওয়ার সম্ভাববাও বেশি। এছাড়া যাঁরা ক্লাস্টার মাইগ্রেনে ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। মাইগ্রেন ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে চাইলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরলের দিকে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি কমাতে হবে ধূমপান। এছাড়া মানসিক চাপ কমাতে হবে। এই সব বিষয়গুলো হৃদরোগের সঙ্গে ও সম্পর্কিত।

বায়ুদূষণ কি পুরুষদের জন্য বেশি বিপজ্জনক?

বর্তমানে বায়ুদূষণ একটি ভয়াবহ স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। সারা বছর বায়ুদূষণ যে অবস্থায় থাকে, শীতে তা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। কারণ, এই সময় ধোঁয়াশা তৈরির ফলে প্রকৃতিতে বহু বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি জোরালো হয়। সম্প্রতি দিল্লির 'নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি' (হু)-র নয়া গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যাচ্ছে, একই পরিবেশে থাকলেও নারীদের তুলনায় পুরুষদের শরীরে বিষাক্ত বায়ু প্রবেশের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পুরুষদের ফুসফুসে প্রতি সেকেন্ডে দূষিত কণা জমা হওয়ার হার (RDD) নারীদের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে ২.৫ কণা, যা ফুসফুসের গভীরে ঢুকে রক্তে মিশে যেতে পারে, তা পুরুষদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য মতে, বসে থাকা অবস্থায় পুরুষদের ফুসফুসে দূষিত কণা জমা হওয়ার হার নারীদের চেয়ে ১.৪ গুণ বেশি। হাঁটা বা কায়িক পরিশ্রমের সময় এই হার প্রায় ১.২ গুণ।

কেন পুরুষরা বেশি ঝুঁকিতে?

এর পিছনে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে বায়োলজিক্যাল বা শারীরিক গঠন এবং জীবনযাত্রার ধরন। চিকিৎসকদের মতে,

১) ফুসফুসের আয়তন: সাধারণত পুরুষদের ফুসফুসের ধারণক্ষমতা বা 'লাং ক্যাপাসিটি' বেশি হওয়ায় তারা বেশি শ্বাসবায়ু গ্রহণ করেন। ২) বাইরে থাকার সময়: কাজের প্রয়োজনে পুরুষদের দিনের দীর্ঘ সময় ঘরের বাইরে কাটাতে হয়। ফলে তারা সরাসরি বিষাক্ত ধোঁয়া ও ধূলিকণার সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হয়। ৩) অক্সিডেটিভ স্ট্রেস: কিছু আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দূষণের ফলে পুরুষদের শরীরে 'অক্সিডেটিভ স্ট্রেস' এবং 'নিউরোট্রান্সমিটার ইনফ্লামেশন' বা স্নায়বিক প্রদাহ নারীদের তুলনায় বেশি। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। দূষণজনিত কারণে ক্রমাগত কাশি, বুকে টান বা শ্বাসকষ্টকে সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে দ্রুত একজন পালমোনোলজিস্ট বা বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। বিশেষ করে যারা শহর এলাকায় থাকেন বা বাইরে ভারী কাজ করেন, তাদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। মাস্ক ব্যবহার এবং দূষণ বেশি থাকলে বাইরে বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো।

শিম থেকে বেগুন- পুষ্টির বদলে ঢুকছে মারাত্মক সিসা

বাঙালির দুপুরের ভাত হোক বা রাতের রুটি- পাতে এক বাটি সবজি না থাকলে কি আর শান্তি মেলে? সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বাজার থেকে বেছে বেছে টাটকা আনাজ কিনে আনি। কিন্তু সেই সবজিই যদি আপনার শরীরের জন্য মারণফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়? ভাবছেন তো, ধুয়ে রান্না করলেই সব পরিষ্কার? একদমই নয়। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এক হাড়হিম করা তথ্য। বেঙ্গালুরু ও তার পার্শবর্তী এলাকার বাজার থেকে সংগৃহীত সবজির নমুনায় পাওয়া গিয়েছে মারাত্মক মাত্রার সিসা। যা শুধু বড়দের নয়, আপনার বাড়ির ছোট্ট শিশুটির ভবিষ্যতের জন্যও চরম আশঙ্কাজনক। গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড একটি বিশেষ রিপোর্ট জমা দিয়েছে জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনালের কাছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ৭২ ধরনের সবজির নমুনার মধ্যে ১৯টিতেই বিপজ্জনক মাত্রায় সিসা মিলেছে। এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মান কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ল্যাবরেটরিতে। অর্থাৎ, তথ্যের সত্যতা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোন সবজিতে বিপদ সবচেয়ে বেশি? সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা বেগুনের। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতি কেজি বেগুনে সিসার পরিমাণ প্রায় ১.৯৫৩ মিলিগ্রাম। অথচ শরীরে এর নিরাপদ মাত্রা হওয়া উচিত মাত্র ০.১ মিলিগ্রাম। অর্থাৎ, স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি বিষ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এই সবজি! তালিকায় শুধু বেগুন নেই, রয়েছে লাউ, শিম বিট বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম (বেল পেপার), কাঁচালঙ্কা ও শসা। এমনকি পাটপাতা বা স্কোয়াশের মতো আনাজও বাদ যায়নি তালিকা থেকে। শুধু ভারী ধাতুই নয়, ৭০টি নমুনার মধ্যে অন্তত ১০টিতে সহনসীমার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় কীটনাশক পাওয়া গিয়েছে।

কেন ধুয়েও কাজ হবে না?

সাধারণত আমরা মনে করি, সবজি ভালো করে ধুয়ে বা খোসা ছাড়িয়ে রান্না করলে সব জীবাণু চলে যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন অন্য কথা। দিল্লির ফোর্টিস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিবেক জৈনের মতে, এই দূষণ মাটি বা জলের গভীরে থাকে। যখন গাছ বড় হয়, তখন শিকড়ের মাধ্যমে এই সীসা সরাসরি গাছের কোষে ঢুকে যায়। ফলে আপনি হাজার ধুয়েও সেই বিষ সরাতে পারবেন না। শিশুদের জন্য কেন এটি বড় আতঙ্ক? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র তথ্য অনুযায়ী, সিসা দূষণের কারণে বিশ্বে প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এই বিপদ বহুগুণ বেশি। শিশুদের শরীরে সিসা ঢুকলে: তাদের স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বুদ্ধির বিকাশ বাধা পায় (আইকিউ কমে যাওয়া)। হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হল, শরীরে সিসার মাত্রা কতটা বাড়ল, তা সাধারণ লক্ষণ দেখে বোঝার উপায় নেই। এটি জানার একমাত্র রাস্তা হল রক্ত পরীক্ষা। তাই বাজার থেকে আনাজ কেনার সময় এবং খাওয়ার আগে আরও সচেতন হওয়া ছাড়া আপাতত কোনও সহজ উপায় নেই।

মাশরুমের ম্যাজিক রেসিপি

প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজের বড় কিউবগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। এবার ওই তেলেই আদা-রসুন ও টমেটো পিউরি দিয়ে কষিয়ে নিন। মাশরুমগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে তাতে কাজু বাটা ও দই মিশিয়ে দিন। নামানোর আগে ভাজা পেঁয়াজ আর কসৌরি মেথি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি রেস্তোরাঁ স্টাইল মাশরুম দোপিয়াজা। রুটি বা পরোটার সঙ্গে খেলে পেট ও মন দুইই ভরবে। এখনও বাজারে মিলছে টাটকা মাশরুম। যারা স্বাস্থ্য সচেতন, অথচ রসনাতৃপ্তিতে আপস করতে নারাজ, তাঁদের জন্য মাশরুমের চেয়ে ভালো বিকল্প আর কী-ই বা হতে পারে? প্রোটিনে ঠাসা এই সবজিটি শুধু হার্টের জন্যই ভালো নয়, বরং এর স্বাদ যেকোনও আমিষ পদকে টেক্কা দিতে পারে। তবে রোজকার সেই একঘেয়ে মাশরুম কষা বা চিলি মাশরুম খেতে কারই বা ভালো লাগে? তাই সাধারণ উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন একেবারে অন্যরকম তিনটি পদ। মাশরুম দোপিয়াজা যাঁরা একটু মশলাদার ও রাজকীয় স্বাদ পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এটি সেরা। উপকরণ: মাশরুম, কিউব করে কাটা পেঁয়াজ (বেশি পরিমাণে), আদা-রসুন বাটা, কাজু বাদাম বাটা, টক দই, গরম মশলা এবং সামান্য কসৌরি মেথি। পদ্ধতি: প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজের বড় কিউবগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। এবার ওই তেলেই আদা-রসুন ও টমেটো পিউরি দিয়ে কষিয়ে নিন। মাশরুমগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে তাতে কাজু বাটা ও দই মিশিয়ে দিন। নামানোর আগে ভাজা পেঁয়াজ আর কসৌরি মেথি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি রেস্তোরাঁ স্টাইল মাশরুম দোপিঁয়াজা। রুটি বা পরোটার সঙ্গে খেলে পেট ও মন দুইই ভরবে। তাই অবশ্যই একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখুন। ক্রিমি মাশরুম স্যুপ বিকেলের হালকা খিদে বা ডিনার যদি স্বাস্থ্যকর করতে চান, তবে এটিই আপনার প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাশরুমে থাকা সেলেনিয়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। উপকরণ: কুচোনো মাশরুম, মাখন, রসুন কুচি, দুধ বা ফ্রেশ ক্রিম এবং গোলমরিচ। পদ্ধতি: মাখনে রসুন কুচি হালকা সেঁকে মাশরুমগুলো দিয়ে দিন। মাশরুম থেকে জল বেরিয়ে শুকিয়ে এলে তাতে সামান্য ময়দা দিয়ে নাড়ুন। এবার ধীরে ধীরে দুধ মিশিয়ে ঘন করতে থাকুন। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে গরম গরম কাপে ঢেলে নিন। মাশরুম তন্দুরি তেলে ভাজা স্ন্যাকস না খেয়ে আজ ট্রাই করুন এই তন্দুরি আইটেমটি। উপকরণ: গোটা মাশরুম, জল ঝরানো টক দই, তন্দুরি মশলা, লঙ্কা গুঁড়ো এবং সামান্য লেবুর রস।

পদ্ধতি: বড় সাইজের মাশরুমগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। দইয়ের সঙ্গে সব মশলা মিশিয়ে মাশরুমগুলো অন্তত আধঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। এরপর গ্রিল প্যানে সামান্য মাখন ব্রাশ করে উল্টেপাল্টে শেকে নিন। পুদিনার চাটনির সঙ্গে এই খাবার আপনার সন্ধ্যা জমিয়ে দেবে।

রবিবার আগরতলায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নারী দিবসের সূচনা করেন।

রেলে মাদক পাচারচক্রে বড় ধাক্কা, ৪৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল আরপিএফ

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (আইএএনএস): রেলপথে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় অভিযানে ৪৩ কেজি মাদক উদ্ধার করল রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। মধ্য রেলওয়ে-এর আরপিএফ নাগপুর ও কালাবুরাগিতে পৃথক দুই অভিযানে এই বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ১২.৮২ লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই অভিযান রেলপথে সক্রিয় একটি মাদক পাচারচক্রের কার্যকলাপ প্রকাশ্যে এনেছে। আরপিএফ এবং সরকারি রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)-র যৌথ নজরদারি ও তল্লাশি অভিযানের সময় এই সাফল্য আসে।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় অভিযানে সেন্ট্রাল রেলের আরপিএফ ৪৩ কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে এবং একটি পাচারচক্রের হদিস পেয়েছে।"

প্রথম অভিযানটি চালানো হয় ৬ ফেব্রুয়ারি নাগপুর রেল স্টেশনে। নজরদারির সময় সন্দেহজনকভাবে দুটি ব্যাগ নিয়ে ঘোরাফেরা করা এক ব্যক্তিকে আটক করে আরপিএফ দল। তল্লাশিতে তার ব্যাগ থেকে ৯টি প্যাকেটে মোট ২৪.৮০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়, যার আনুমানিক মূল্য ৩.৭২ লক্ষ টাকা।

ধৃত ব্যক্তি নিজের নাম শহিদ খান বলে জানায়। তিনি ভিন্দ, মধ্যপ্রদেশ-এর বাসিন্দা এবং গাঁজাগুলি গোয়ালিয়র-এ নিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পরে তাকে নাগপুরের জিআরপি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ৩ ফেব্রুয়ারি কালাবুরাগি স্টেশনে আরপিএফ ও জিআরপি যৌথভাবে তল্লাশি চালায়। নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে তারা কোনার্ক এক্সপ্রেস-এ তল্লাশি চালায়।

তল্লাশির সময় বি-১ কোচের ৪১ নম্বর বার্থের নিচে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ পাওয়া যায়। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ব্যাগটি খুলে দেখা হলে সেখানে ১৮টি বান্ডিলে মোট ১৮.২০ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়, যার আনুমানিক মূল্য ৯.১০ লক্ষ টাকা।

উদ্ধার হওয়া মাদক যথাযথ নিয়ম মেনে সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়াদি পুলিশ স্টেশন-এ মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

রেলওয়ে সূত্রে জানানো হয়েছে, মাদক পাচার রুখতে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রীদেরও সতর্ক থাকার এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলে রেল কর্তৃপক্ষকে বা ১৩৯ নম্বরে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এলপিজি-র দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের আন্দোলনে যোগ দিলেন মমতা

কলকাতা, ৮ মার্চ (আইএএনএস): রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কালো শাড়ি পরে রাজপথে নেমে প্রতিবাদে সামিল হন তৃণমূলের মহিলা নেত্রী ও কর্মীরা।

রবিবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কালো শাড়ি ও কালো পোশাক পরে একটি মিছিল বের হয়, যা গিয়ে পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান বিক্ষোভস্থল এসপ্ল্যানেড-এ।

এই প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এসপ্ল্যানেডের ধর্নামঞ্চেও কালো শাড়ি পরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীও হাতে প্রতীকী গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন।

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। তবে এ বছর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের জেরে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

শনিবারই গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করে মিছিলের ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী। এসপ্ল্যানেডে ধর্নামঞ্চ থেকে তিনি সাধারণ মানুষকে রান্নাঘরের বাসনপত্র নিয়ে প্রতিবাদস্থলে আসার আহ্বানও জানান।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংঘাতের আবহে ভারতে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে গৃহস্থালির ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৬০ টাকা বাড়ানো হয়েছে।

ফলে আগে যেখানে ৮৭৯ টাকায় গ্যাস পাওয়া যেত, এখন তার জন্য ৯৩৯ টাকা দিতে হবে।

এছাড়া বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দামও বেড়েছে। প্রতি সিলিন্ডারে প্রায় ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে তার দাম হয়েছে প্রায় ১, ৯৯০ টাকা।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গতকাল গ্যাসের দাম ৬০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তার তিন দিন আগে বাণিজ্যিক গ্যাসের দামও বেড়েছে। বড় সিলিন্ডারের দাম ২,১০০ টাকা ছুঁয়েছে এবং ছোট সিলিন্ডারের দাম প্রায় ১,০০০ টাকা। বলা হচ্ছে ২১ দিন আগে গ্যাস বুক করতে হবে। বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেলে কি ২১ দিন রান্না ছাড়া থাকতে হবে? মানুষ কী খাবে?"

এদিকে কেন্দ্র সরকার তেল শোধনাগারগুলিকে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে এবং সরকারি তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে গৃহস্থালির এলপিজি গ্রাহকদের কাছে সরবরাহ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

পরিবর্তন যাত্রার সভায় অনুপ্রবেশ ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মমতাকে আক্রমণ অনুরাগ ঠাকুরের

কলকাতা, ৮ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'-য় যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও হামিরপুরের সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি বিধানসভা এলাকায় আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের বিষয়টি তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করেন।

অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং বিজেপির অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বিরোধিতা করেন, অন্যদিকে রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী ও মাফিয়াদের স্বাগত জানান। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি "মাফিয়া, জিহাদি ও অনুপ্রবেশকারীদের কায়েদ-ই-আজম" হিসেবে কাজ করছেন।

বিজেপি নেতার দাবি, বাংলার পরিচয় ও সম্পদ রক্ষা করতে হলে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন হবে বাংলার আত্মসম্মান, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

অনুরাগ ঠাকুর আরও অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ চলছে। তাঁর দাবি, কংগ্রেস থেকে বামফ্রন্ট এবং বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসসব সরকারই ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে পরিকল্পিতভাবে এই অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের অভাবের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, নতুন শিল্প গড়ে তোলার বদলে রাজ্যের মন্ত্রী, নেতা ও কর্মীরা 'কাটমানি'র মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করেছেন।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি যখন রাজ্যে অপরাধের তদন্তে আসে, তখন তারা অপরাধীদের চেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশি ভয় পায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে স্কুল-কলেজ পর্যন্ত মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয় এবং ন্যায়বিচারের জন্য ভুক্তভোগীদের আদালত থেকে আদালতে ঘুরতে হয়।শেষে তৃণমূলের 'মা, মাটি, মানুষ' স্লোগানকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "মা মমতার দখলে, মাটি মাফিয়াদের দখলে এবং মানুষ টাকার দখলে চলে গেছে।" তাঁর দাবি, রাজ্যে এখন চলছে মমতা, মাফিয়া ও টাকার শাসন।

অসমে নারীদের ক্ষমতায়নে জোর দিচ্ছে বিজেপি: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ (আইএএনএস): অসমে নারীদের ক্ষমতায়নের উপর বিজেপি সরকার ধারাবাহিকভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার তিনি ভোটারদের বিজেপিকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, একটি সঠিক ভোট ঘরের ভেতরের কণ্ঠস্বর বদলে দিতে পারে এবং সমাজে নারীদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে পারে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে শর্মা লেখেন, "একটি সঠিক ভোট প্রতিটি বাড়ির ভিতরের কণ্ঠস্বর বদলে দিতে পারে।" তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্বও তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমে বিজেপির নীতি ও উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্যই হল 'নারী শক্তি'-কে আরও শক্তিশালী করা। তিনি বলেন, "অসমের নারী শক্তিকে ক্ষমতায়িত করাই বিজেপি৪অসমের প্রধান লক্ষ্য এবং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন।"

তিনি আরও বলেন, আগামী দিনগুলিতেও উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের আরও বেশি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন, বিজেপিকেই বেছে নিন।"

বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত কয়েক বছরে নারীদের জন্য একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম 'অরুণোদয়' প্রকল্প, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের মহিলাদের প্রতি মাসে সরাসরি ১,২৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই প্রকল্পে ১৯ লক্ষেরও বেশি মহিলা উপকৃত হচ্ছেন।

এছাড়াও গ্রামীণ মহিলাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যোগিতা অভিযান' (এমএমইউএ) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১২ লক্ষ মহিলাকে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

আরও একটি উদ্যোগ 'লখপতি বাইদেও' প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের ধাপে ধাপে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছেপ্রথম বছরে ১০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে ২৫,০০০ টাকা এবং তৃতীয় বছরে ৫০, ০০০ টাকাযাতে তারা টেকসই ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, অসমে মহিলা ভোটাররা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হচ্ছেন।

'এএপিডিএ সরকার গরিবদের কথা ভাবেনি, কাজেই জোর দিচ্ছে বিজেপি': দিল্লিতে মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (আইএএনএস): দিল্লির আগের আম আদমি পার্টি (আপ) সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার বলেন, "এএপিডিএ সরকার কখনও গরিবদের কথা ভাবেনি। বিজেপি সরকার কাজ করার দিকেই জোর দেয়।" একই সঙ্গে তিনি জাতীয় রাজধানীতে প্রায় ৩৩,৫০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

উত্তর দিল্লির বুরারির ডিডিএ ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ আমরা দিল্লির উন্নয়নের যাত্রায় নতুন গতি দিতে একত্র হয়েছি। মেট্রো সংযোগের সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য আবাসনবিভিন্ন ক্ষেত্রেই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।"এদিন তিনি আয়ুষ্মান ভারত ও পিএম স্বনিধি প্রকল্পের উপভোক্তাদের কার্ডও বিতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এক বছর আগে আপনারা বিশ্বাস রেখে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে নির্বাচিত করেছিলেন। তার ফল এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য সবাইকে অভিনন্দন।"

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, "ভারত এখন নারী ক্ষমতায়নের নতুন অধ্যায় লিখছে। রাজনীতি, প্রশাসন, বিজ্ঞান, ক্রীড়া বা সমাজসেবায়প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশের নারীরা নতুন শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।"

দিল্লির গুরুত্ব তুলে ধরে মোদী বলেন, "ভারতের গণতন্ত্রের কথা ভাবলেই দিল্লির ছবি সামনে আসে। দিল্লি শুধু দেশের রাজধানী নয়, এটি ভারতের পরিচয় ও শক্তির প্রতীক। তাই দিল্লির উন্নয়ন মানে গোটা দেশের ভাবমূর্তির উন্নয়ন।"

তিনি জানান, দিল্লি মেট্রোর প্রায় ১৮,৩০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১২.৩ কিমি দীর্ঘ মজলিস পার্ক—মৌজপুর বাবরপুর (পিঙ্ক লাইন) করিডর এবং প্রায় ৯.৯ কিমি দীর্ঘ দীপালি চক—মজলিস পার্ক (ম্যাজেন্টা লাইন) করিডর। এই নতুন সংযোগে বুরারি, জগতপুর-ওয়াজিরাবাদ, খাজুরি খাস, ভজনপুরা, যমুনা বিহার, মধুবন চকসহ একাধিক এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন।

এছাড়াও মেট্রোর ফেজ ভি-এ প্রকল্পের আওতায় তিনটি নতুন করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছেআর কে আশ্রম মার্গ থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, অ্যারোসিটি থেকে ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর টার্মিনাল-১ এবং তুঘলকাবাদ থেকে কালিন্দি কুঞ্জ।

আগের আপ সরকারকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই প্রকল্পগুলি প্রমাণ করে দিল্লির 'এএপিডিএ' থেকে মুক্তি পাওয়া কতটা জরুরি ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থে তারা মেট্রো ফেজ-৪ প্রকল্প আটকে রেখেছিল। ফলে লক্ষ লক্ষ দিল্লিবাসী বঞ্চিত হয়েছেন।"

তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার গঠনের পর নতুন ডিটিসি, দেবী ও ইলেকট্রিক বাস চালু হয়েছে এবং যমুনা নদী পরিষ্কার করার কাজও বড় আকারে শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্র নিয়েও আপ সরকারকে আক্রমণ করে মোদী বলেন, "আমরা বারবার চিঠি লিখে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর অনুরোধ করেছিলাম,

নতুন ভারতে এগিয়ে নারীরা, তাদের নামে ২৮ কোটির বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট: নির্মলা সীতারামন

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (আইএএনএস): দেশে অর্থনৈতিক রূপান্তরে নারীদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রবিবার জানান, আর্থিক পরিষেবায় প্রবেশাধিকার বাড়ার ফলে নারীরা প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতা অর্জন করছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি বলেন, জনধন অ্যাকাউন্টের মতো উদ্যোগ এবং 'লখপতি দিদি'-দের উত্থান দেশের নারীদের আর্থিক শক্তিকে আরও মজবুত করছে এবং পরিবার ও সমাজের কাঠামোকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে।সীতারামন লেখেন, "যখন নারীরা আর্থিক পরিষেবায় প্রবেশাধিকার পান, তখন তারা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করেন। বর্তমানে নারীদের নামে ২৮ কোটিরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যা দেশের নানা প্রান্তে পরিবারগুলিকে আর্থিক পরিষেবার আওতায় আনছে এবং তাদের আর্থিক স্বাধীনতা শক্তিশালী করছে।"তিনি আরও বলেন, দেশের অর্থনীতিতে নারীরা কেবল অংশগ্রহণকারী নন, বরং ক্রমশ সম্পদ সৃষ্টিকারী হিসেবেও উঠে আসছেন।

অর্থমন্ত্রীর মতে, বর্তমানে তিন কোটিরও বেশি নারী 'লখপতি দিদি' হয়ে উঠেছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে বছরে এক লক্ষ টাকার বেশি আয় করা গ্রামীণ নারীদের এই নামেই অভিহিত করা হয়।

তিনি বলেন, "গ্রামীণ ভারতের লক্ষ লক্ষ নারী জীবিকা বদলে দিচ্ছেন, পরিবারকে এগিয়ে নিচ্ছেন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছেন।"

এদিকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়ালও নারী দিবসে নারীদের অবদানের প্রশংসা করেন। এক্স-এ বার্তায় তিনি বলেন, নতুন ভারত গঠনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'নারী শক্তি', এবং দেশের উন্নতির জন্য নারীদের ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। উদ্যোক্তা কার্যক্রম, ক্রীড়া, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান কিংবা গ্রামীণ উন্নয়নসব ক্ষেত্রেই নারীরা আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিয়ে দেশের রূপান্তরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

পঞ্জাবে মহিলাদের জন্য মাসিক আর্থিক সহায়তা ঘোষণা, সাধারণ শ্রেণির জন্য ১, ০০০ ও তফসিলি জাতির জন্য ১,৫০০ টাকা

চণ্ডীগড়, ৮ মার্চ (আইএএনএস): নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পঞ্জাবের আম আদমি পার্টি (আপ) সরকার রবিবার মহিলাদের জন্য বড় আর্থিক সহায়তা প্রকল্প ঘোষণা করল। 'মুখ্যমন্ত্রী মাওয়ান ধিয়ান সতিকার যোজনা'-র অধীনে সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের মাসিক ১,০০০ টাকা এবং তফসিলি জাতির (এসসি) মহিলাদের মাসিক ১,৫০০ টাকা দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা অন্তর্ভুক্ত হবেন বলে জানানো হয়েছে।

২০২৬—২৭ অর্থবর্ষে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৯,৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে রাজ্য বিধানসভায় পঞ্চম বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী হারপাল চীমা মোট ২,৬০,৪৩৭ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেন। তিনি জানান, কার্যকর রাজস্ব ঘাটতি জিএসডিপির ২.০৬ শতাংশ এবং আর্থিক ঘাটতি ৪.০৮ শতাংশ ধরা হয়েছে।

চীমা বলেন, "দায়িত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জনকল্যাণকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই বাজেট।"

নারী দিবস উপলক্ষে বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের মা হারপাল কৌর মান, তাঁর স্ত্রী গুরপ্রীত কৌর মান, অর্থমন্ত্রীর স্ত্রী মনজিৎ কৌর এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রাজ লল্লি গিল-সহ অনেকে।

অর্থমন্ত্রী জানান, সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিবিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

তিনি বলেন, "আজ আমরা সেই প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা আনছি। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই বিশেষ দিনে দেশের ইতিহাসে নারীদের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষমতায়ন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মানের বিশ্বাস, নারীদের উন্নতি ছাড়া কোনও দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।" এই প্রকল্পে ১৮ বছরের ঊর্ধে প্রায় সব মহিলাই অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

তবে বর্তমান বা প্রাক্তন স্থায়ী সরকারি কর্মচারী, বর্তমান বা প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক এবং আয়করদাতারা এই সুবিধার আওতার বাইরে থাকবেন।

চীমা জানান, প্রবীণ ভাতা, বিধবা ভাতা বা প্রতিবন্ধী ভাতার মতো সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে থাকা মহিলারাও এই নতুন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

তিনি দাবি করেন, "এটি শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের প্রথম সার্বজনীন নগদ সহায়তা প্রকল্প, যেখানে প্রায় সব প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন।"

সরকারের মতে, এই উদ্যোগ নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাড়াবে, পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা শক্তিশালী করবে এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এছাড়াও রাজ্যে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসযাত্রা চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে। গত এক বছরে এই সুবিধায় প্রায় ১২ কোটি বিনামূল্যে যাত্রা করেছেন মহিলারা।

ডাক ব্যালট নিয়ে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চাইলেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৮ মার্চ (আইএএনএস): ডাক ব্যালট পরিচালনার দায়িত্ব একটি বেসরকারি সংগঠনকে দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) দৃষ্টি আকর্ষণ করার আহ্বানও জানান।

রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে শুভেন্দু অভিযোগ করেন, ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপারের একটি নির্দেশে পুলিশ কর্মীদের ডাক ব্যালট এবং ইডি ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের 'জয়েন্ট কনভেনর, ওয়েলফেয়ার'-কে। তাঁর দাবি, এই সংগঠনের নির্বাচনী বিষয়ে কোনও আইনি স্বীকৃতি বা ক্ষমতা নেই।

পোস্টে ওই নির্দেশের কপি শেয়ার করে বিজেপি নেতা লেখেন, "এই ধরনের পদক্ষেপ গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দেয়। নির্বাচন ঘোষণার আগেই তৃণমূল নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এভাবে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।"

শুভেন্দুর অভিযোগ, এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং রাজ্য জুড়ে একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ। তাঁর দাবি, পুলিশ রিজার্ভ অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি পুলিশ কর্মীর কাছ থেকে ডাক ব্যালট সংগ্রহ করে ওই সংগঠনের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য।

বিজেপি বিধায়কের আরও দাবি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি ফ্রন্টাল সংগঠন, যার কোনও আইনি ভিত্তি নেই এবং যা শাসক দলের স্বার্থে কাজ করছে।

তিনি বলেন, "কিছু নির্বাচিত আধিকারিক এই সংগঠনটি পরিচালনা করছেন এবং তারা শাসক দলের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছেন। জুনিয়র পুলিশ কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।"

এটিকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর সরাসরি আঘাত বলে দাবি করে শুভেন্দু নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। তিনি বলেন, "এই বেআইনি 'পুলিশ ওয়েলফেয়ার' সংগঠনকে অবিলম্বে ভেঙে দিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।"

পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, পুলিশ কর্মীদের ডাক ব্যালট যেন কেবলমাত্র সরকারি ও স্বীকৃত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পরিচালিত হয় এবং প্রতিটি ভোটের মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

রবিবার মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কৈলাসহরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কৈলাসহরে সাইকেল র্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র্যালির আয়োজন করা হয়। শনিবার কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে এই সাইকেল র্যালির সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শ্রীমতি সম্পা দাস পাল, ত্রিপুরার সুনামধন্য ফুটবলার মৌসুমী উড়াং, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে অমিত যাদব, অভিজিৎ চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের গামছা পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য পাঁচজন মহিলাকে মেমেন্টো প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি ত্রিপুরার ফুটবলার মৌসুমী উড়াংকেও মেমেন্টো ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে।

ঊনকোটি জেলার যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিবৃন্দ পতাকা দেখিয়ে সাইকেল র্যালির শুভ সূচনা করেন। নারী ক্ষমতায়ন ও সচেতনতার বার্তা নিয়ে এই র্যালিতে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াইএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আয়োজিত মতিনগর স্কুল মাঠে টি—১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ: প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে টি—১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় মতিনগর স্কুল মাঠে। ডিওয়াইএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

খেলার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, ডি ওয়াই এফ আই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব, রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, আগরতলা পুর নিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক রাজকুমার চৌধুরী, ডি ওয়াই এফ আই-এর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ ঘোষ, এস এফ আই রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৃজন দেব এবং রাজ্য সভাপতি প্রীতম শীল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা যুব সমাজকে সুস্থ ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখতে খেলাধুলার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর খেলোয়াড়রা প্রাণবন্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ উপহার দেন। প্রজন্মকে মাদকসহ বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন আয়োজকরা।

নারী দিবস উপলক্ষ্যে ধর্মনগরে "হার হেলথ হেভেন" শীর্ষক এক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ মার্চ: রবিবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে "হার হেলথ হেভেন" শীর্ষক এক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রবিবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে "হার হেলথ হেভেন" শীর্ষক এক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নারীদের স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব** অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমাদের মনে যদি ধৈর্য থাকে, লক্ষ্য স্থির থাকে এবং আস্থা থাকে তবে আমরা সফল হবই: উপরাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ: একজন সফল ব্যক্তির বা কারোর সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা, তার কাজের প্রতি আগ্রহ। আমরা সফল ব্যক্তিকে দেখি কিন্তু তাঁর সাফল্যের পেছনে তার পরিশ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়গুলো অনেক সময়ই খেয়াল করিনা। যারা কঠোর পরিশ্রম করেন তারাই সফল হন। আমাদের মনে যদি ধৈর্য থাকে, লক্ষ্য স্থির থাকে এবং আস্থা থাকে তবে আমরা সফল হবই। আজ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণাণ একথা বলেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা বীরবিক্রম শতবার্ষিকী ভবনের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাও বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে উপরাষ্ট্রপতি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নির্মিত মালবীয় মিশন টিচার ট্রেনিং সেন্টার এবং কর্মী আবাসনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণাণ বলেন, ছোট রাজ্য হলেও ত্রিপুরার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে, যা ত্রিপুরার মাহাত্ম। ত্রিপুরাবাসীর ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং সম্প্রীতির বন্ধন ত্রিপুরাকে মহিমান্বিত করেছে। উপরাষ্ট্রপতি আজ সকালে উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির দর্শনের কথা উল্লেখ করে ছবিমুড়া, ডম্বুর জলাশয়, ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক এবং ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণ করা হচ্ছে। এজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

উপরাষ্ট্রপতি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত পঠন পাঠন, গবেষণা এবং উদ্ভাবনীর কেন্দ্র। তিনি বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বেশি করে গবেষণা করতে হবে। তাতে নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা যায়।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা নেওয়ায় তিনি রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। বর্তমানে ত্রিপুরা সহ এই অঞ্চলের পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে এখন ত্রিপুরার সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। সারা দেশে পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় দেশের অর্থনীতি আরও সুদৃঢ় হয়েছে। পরের প্রজন্মের জন্য বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা বাড়ছে। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে সাফল্যের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। সময়কে কিভাবে ব্যবহার করবে তা নিজেদেরই ঠিক করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নেশার কবল থেকে দূরে থাকতে ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেন। অন্যরা যেন ড্রাগ ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট না হয় সেজন্য তাদের উৎসাহিত করতে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্ম ঐতিহাসিক সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে। আমাদের দেশ দ্রুত বিকশিত ভারতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে টেকনোলজি হল গেম চেঞ্জার। প্রযুক্তিকে মানুষের ও সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানান।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা অধ্যাপক অধ্যাপিকা, স্কলারদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, এটা গর্বের বিষয় যে আজ এই দিনটিতে অনেক নারী এখানে তাদের ডিগ্রি নিতে এসেছেন, যা নারী স্বশক্তিকরণেরই প্রকাশ। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণাণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করায় আমরা গৌরববোধ করছি। এই সমাবর্তন উৎসব জাতীয় পর্যায়েও গুরুত্ব পাবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশ গুরুত্বপূর্ণ আর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যারা এখানে ডিগ্রি নিতে এসেছে তারা বিকশিত ভারতের স্থপতি। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন।

রাজ্যপাল ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের বড় হওয়ার পেছনে ত্রিপুরার শষ্যক্ষেত্র, জম্পুইহিলের সবুজ বনানী, আগরতলার বিভিন্ন বাজার প্রভৃতিরও অবদান রয়েছে। এই ঋণ তোমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। তোমাদের শিক্ষা স্থানীয় সমস্যা সমাধানে কাজে লাগাতে হবে। তোমরা সফল হয়ে অন্যদেরও সফল হতে সাহায্য করতে হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতির চালু করার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন দীর্ঘদিন পর শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার আনা হয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে আমরা বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি। আমাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে যুক্ত করতে না পারলে আমরা উন্নত ভারত গড়ে তুলতে পারবনা। রাজ্যপাল মেডেল প্রাপক ডিগ্রি প্রাপকদের তাদের সাফল্যের জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর শ্যামল দাস। তিনি অতিথিগণকে স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। অতিথিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকজনের হাতে মেডেল ও ডিগ্রি তুলে দেন।

খোয়াইয়ে ত্রিপুরা আচার্য সমাজ কল্যাণ পরিষদের জেলা কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৮ মার্চ: খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে এক সভার মাধ্যমে ত্রিপুরা আচার্য সমাজ কল্যাণ পরিষদের খোয়াই জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। রবিবার (৮ মার্চ ২০২৬) দুপুর ১টায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা আচার্য সমাজ কল্যাণ পরিষদের স্থায়ী সভাপতি সসীম আচার্জী, সাধারণ সম্পাদক রাহুল আচার্য, উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সজল আচার্জী এবং কোষাধ্যক্ষ কমল আচার্য্য সহ অন্যান্য সদস্যরা।

সভায় স্থায়ী সভাপতি সসীম আচার্জী রাজ্যের আচার্য সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে খোয়াই জেলার আচার্য সমাজের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মলয় আচার্জী এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান সুকান্ত আচার্জী। নবনির্বাচিত নেতৃত্ব জানিয়েছেন, আগামী দিনে রাজ্য কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী খোয়াই জেলায় আচার্য সমাজ কল্যাণ পরিষদের বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে।

শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে প্রথমবারের মতো আউটডোর স্টাডি ড্রয়িং প্রতিযোগিতা ও শিল্পী সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মার্চ: শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে প্রথমবারের মতো এক অভিনব আউটডোর স্টাডি ড্রয়িং প্রতিযোগিতা এবং শিল্পী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবিবার কৈলাশহরের ঐতিহাসিক ঊনকোটি তীর্থকে কেন্দ্র করে এই ব্যতিক্রমী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই) এবং ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ঊনকোটি, উত্তর ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলার বিভিন্ন এলাকার প্রায় দুই হাজার খুদে ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অভিভাবকরা এবং তিন জেলার আর্ট সোসাইটির শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির সভাপতি কপিল কান্তি দাস, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের প্রতিনিধি অভিষেক কুমার, অটল বিহারী বাজপেয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী মিলন কান্তি দত্ত, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর এবং চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শ্রীমতি সম্পা দাস পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন ত্রিপুরার শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্যবসার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের অনুষ্ঠান আরও বড় পরিসরে আয়োজন করার চেষ্টা করা হবে।

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পীঠস্থান ঊনকোটিতে এমন সৃজনশীল উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কৈলাশহরের বিশিষ্টজন ও বুদ্ধিজীবীরা। তারা ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিলোনিয়ায় বামপন্থীদের হলসভা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে "হিংসার রাজনীতি পরাস্ত করে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই জোরদার করার আহ্বান"কে সামনে রেখে বিলোনিয়ায় এক হলসভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সিপিআইএমের বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ের করুণা রায় স্মৃতি কনফারেন্স হলে এই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় যুব নেতা রাকেশ বিশ্বাস, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক নির্মল ভৌমিক, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতা সুবল রায় এবং নারী নেত্রী বকুল দেবনাথকে নিয়ে সভাপতি মণ্ডলী গঠন করা হয়। তাদের সভাপতিত্বেই সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

সভায় উপস্থিত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ নারীদের অধিকার, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি সমাজে নারী নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বামপন্থী গণসংগঠনগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দত্ত, মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিধায়ক দীপংকর সেন, বিধায়ক অশোক মিত্র সহ বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের।

তেলিয়ামুড়ায় অগ্নিকাণ্ডে মাকে হারিয়ে দিশেহারা একাদশ শ্রেণির ছাত্র, সাহায্যের আবেদন এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ মার্চ: খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার নেতাজিনগর এলাকায় এক অসহায় ছাত্রের করুণ পরিস্থিতিকে ঘিরে এলাকাজুড়ে সহমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অনির্বাণ দাস নামে ওই ছাত্র বর্তমানে একাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।

জানা যায়, ছোটবেলাতেই পিতৃহীন হয়ে পড়েছিল অনির্বাণ। এরপর থেকে তার মা ও বৃদ্ধ দিদার স্নেহে বড় হয়ে উঠছিল সে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে অনির্বাণ তার মাকেও হারায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অনির্বাণের মা-ই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য। তিনি বিভিন্ন বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে সংসারের খরচ চালানোর পাশাপাশি ছেলের পড়াশোনার ব্যয় বহন করতেন। মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর পরিবারটি কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বর্তমানে মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করার মতো ন্যূনতম অর্থও তাদের হাতে নেই। কীভাবে শেষকৃত্যের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন হবে এবং ভবিষ্যতে সংসার কীভাবে চলবে সেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে অনির্বাণ ও তার বৃদ্ধ দিদার।

এদিকে তাদের বসতবাড়ির অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। খোয়াই নদীর পাড়ঘেঁষা এলাকায় অবস্থিত জরাজীর্ণ বাড়িটি যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। সামনে বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসায় সেখানে বসবাস করা নিয়েও গভীর উদ্বেগে রয়েছে পরিবারটি। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সমাজের বিত্তবান মানুষের মানবিক সহায়তা পেলে এই অসহায় পরিবারটি নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

আমেদাবাদে নীল

● প্রথম পাতার পর

রোহিত-বিরাটের অবসরের পর এই তরুণ দল যেভাবে বিশ্বজয় করল, তা ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন যুগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমার যাদব যোগ দিলেন কপিল দেব, ধোনি এবং রোহিত শর্মার মতো কিংবদন্তিদের সারিতে। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জু স্যামসন।

সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড:

ভারত: ২৫৫/৫ (২০ ওভার) - স্যামসন ৮৯, কিষান ৫৪, অভিষেক ৫২।

নিউজিল্যান্ড: ১৫৯/১০ (১৯ ওভার) - সাইফার্ট ৫২, বুমরাহ ৪/১৫, অক্ষর ৩/২৭।

ফল: ভারত ৯৬ রানে জয়ী।

নারী শক্তির সাফল্য

● প্রথম পাতার পর

হওয়াসব মিলিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় বায়ুসেনায় রাফাল যুদ্ধবিমান চালানো দেশের প্রথম মহিলা পাইলট শিবাঙ্গী সিং-এর মতো পথিকৃৎদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

স্টার্টআপ ক্ষেত্রেও নারীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। সরকারের স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া-এর মতো উদ্যোগ নারী উদ্যোক্তাদের নতুন সুযোগ করে দিচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ স্টার্টআপে নারী পরিচালক রয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা-এর ঋণের ৬০ শতাংশই নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করছে।

এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্র, গ্রামীণ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে নারীরা সমাজকে আরও শক্তিশালী করে তুলছেন বলেও পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে অধিকাংশ প্রসব এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিরাপদভাবে হচ্ছে এবং মাতৃমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

শেষে ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড়দের সাফল্যের কথাও তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে ২০২৫ সালে মহিলাদের ক্রিকেটে বিশ্বমঞ্চে সাফল্য এবং প্রথম ব্লাইন্ড মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

নেশামুক্ত সমাজ

● প্রথম পাতার পর

ইঞ্জিনিয়ার, চন্দ্রশেখর, সৌরভ গাঙ্গুলি এবং আমাদের রাজ্য থেকে মনীশঙ্কর মুরাসিং, যিনি ১০০টি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ খেলেছেন এবং দেশের সেরা অলরাউন্ডার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

তিনি বলেন, যুবকরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, আর দেশের উন্নয়নও তাদের হাতেই সম্ভব। একটি দেশ বা রাজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করে যুবকদের উপর। তবে মাদক প্রবণতা আমাদের জন্য বড় হুমকি, যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। মাদক দমন করতে ক্রীড়াই একমাত্র উপায়। আমাদের মূল লক্ষ্য যুবকদের ক্রীড়া বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা। ক্রিকেট আমাদের শেখায়, কিভাবে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।

মণ্ডল সভাপতি কার্তিক আচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, বিএসি চেয়ারম্যান রণবীর দেববার্মা, মোহনপুর পৌর সভার ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্কর দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস, স্নেহাচন্দ এন্টারপ্রাইজের মালিক সুজিত কুমার সাহা, লংতরাই গ্রুপের এমডি রতন দেবনাথ এবং অন্যান্য অতিথিরাও উপস্থিত ছিলেন।

দেশে নারীদের অধিকার

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের শাসনকালে নারী নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায়ই নারীদের উপর নৃশংস নির্যাতনের খবর সামনে আসছে, যা সমাজের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

তাঁদের অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই নারী নির্যাতনের ঘটনায় বিজেপি দলের নেতাকর্মীদের নাম জড়িয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার দাবিতে সবাইকে একজোট হয়ে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীরা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন থেকেই নারীদের অধিকার ও নিরাপত্তার প্রশ্নে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল নারীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় এই কর্মসূচি থেকে।

ইটভাটায় শ্রমিকদের সংঘর্ষে

● প্রথম পাতার পর

দাসের গত শনিবার রাতে মৃত্যু হয়। শনিবারেই ভক্ত দাসের স্ত্রী কবিতা দাস অজয় ওরান,রাম লাল ওরান,গুড্ডু টুপ্পু,বাসুদেব দাস,চার জনের নামে বিলোনীয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করে।যার নম্বর ২০২৬ বিএলএন ০১৫,আন্ডার সেকসন ৩৩১(৫),১১৮(২),১০৩(১),/৩(৫) বিএনএস,।বিলোনীয়া থানার পুলিশ রাতেই চারজন কে আটক করে বিলোনীয়া থানায় নিয়ে আসে। রবিবার চারজনের পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপার্দ করে। এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিস্তারিতভাবে বলেন বিলোনীয়া থানার ওসি ইন্সপেক্টর সঞ্জীত সেন।

শনিপূজাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থল ও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ উভয় পরিবারকেই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে। এদিকে এলাকাবাসীর একাংশের প্রশ্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা দেয় সেখানে এমন সংঘর্ষের ঘটনা সত্যিই উদ্বেগজনক। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে উত্তেজনা ও হিংসার পথে যাওয়া সমাজের জন্য কতটা বিপজ্জনক তা নিয়ে নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

নারী দিবসে সাহসের

● প্রথম পাতার পর

শিকার নারীদের দ্বারা পরিচালিত এই ক্যাফে একসময় ছিল আশ্রয়ের জায়গা, আর এখন তা পরিণত হয়েছে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীকী সাংস্কৃতিক পরিসরে। ক্যাফের প্রতিটি কোণ যেন সমাজের কুসংস্কার ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা বহন করে।তারা আমার চামড়া পুড়িয়ে দিতে পেরেছে, কিন্তু আমার মনোবল কখনও ভাঙতে পারেনি, বলেন কুলদীপ রূপালি। তাঁর এই কথায় প্রতিফলিত হয় অদম্য আত্মশক্তি। পিআইবি আগরতলার একটি মিডিয়া প্রতিনিধিদলের সফরকালে এই নারীরা নিজেদের গল্প শোনান। সেখানে তাঁরা নিজেদের ভুক্তভোগী নয়, বরং 'বিজয়ী' হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁদের মতে, নিষ্ঠুরতার কাছে হার না মেনে নতুন করে জীবন গড়ে তোলাই প্রকৃত জয়।

কুলদীপ রূপালির ব্যক্তিগত জীবনও এই পুনর্জন্মের গল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করে তিনি ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছেন, বিয়ে করেছেন এবং বর্তমানে আট বছরের এক কন্যাসন্তানের মা।

সাংবাদিকদের চা পরিবেশন করতে করতেই তিনি বলেন, আমরা আমাদের ওপর হওয়া নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে নয়, বরং নতুন করে গড়ে তোলা জীবন, আমাদের ব্যবসা এবং আমাদের ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় তৈরি করেছি।

নারী দিবসে তাঁদের এই সংগ্রামের গল্প নতুন করে মনে করিয়ে দেয়, বেঁচে থাকা কেবল হল শুরু। প্রকৃত বিজয় হল আত্মসম্মান ও দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনকে আবার নিজের করে নেওয়া।

সমাজে নারীরাই হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

তাতে বোঝা যায় মহিলারা লাখপতি দিদি হতে কতটা আগ্রহী। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে ত্রিপুরায় স্বসহায়ক দলের প্রায় ৫ লক্ষ সদস্য-সদস্যা রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যে লাখপতি দিদি তৈরি করার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তাতেও সফলতা আসছে।

উপরাষ্ট্রপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে দেশের উন্নয়ন কেবলমাত্র সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ প্রদানের মাধ্যমেই সম্ভব। গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হোক বা জল জীবন মিশন প্রায় প্রতিটি প্রকল্পেই মহিলা সুবিধাভোগীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে নমো ড্রোন দিদির প্রকল্প সূচনা করা হয়েছে। মহিলারা বর্তমানে ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিক কৃষি বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন করছেন। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের প্রায় ৭ কোটি মহিলা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। নারীশক্তি বন্দন অধি-নিয়ম দেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ নিশ্চিত করে যে নারীরা কেবল গণতন্ত্রে অংশগ্রহণকারী নন, বরং দেশের ভবিষ্যৎ গঠনের শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের লাখপতি দিদি প্রকল্পটির মাধ্যমে একজন মহিলা শুধু তার পরিবারকে উন্নত করেননা পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। স্বসহায়কদলের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের বাজারে বাজারজাতও করা হচ্ছে। এখানে স্বসহায়ক দলের সদস্যদের দ্বারা প্রদর্শিত স্টলগুলি কেবল পণ্যের প্রদর্শনই নয়, এইগুলি ত্রিপুরার আত্মার প্রতিফলনকারী আয়না। স্বসহায়ক দলের উৎপাদিত পণ্যগুলি ত্রিপুরার ব্র্যান্ড হিসেবে তুলে ধরতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। আমরা প্রতিটি দিদিকে কেবল একজন পণ্য উৎপাদনকারী হিসেবে নয়, বরং একজন উদ্যোক্তা হিসেবেও দেখতে চাই যিনি তার স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে ব্যাবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারেন। রাজ্যপাল বলেন, দেশ বা রাজ্যের উন্নয়নে মহিলা স্বশক্তিকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার মহিলা স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। আসুন আমরা বিশ্বকে দেখাই যে রাজ্যের মহিলারা কেবল আমাদের সংস্কৃতির রক্ষক নয়, বরং আমাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তিও।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, আজকেরদিনটি রাজ্যবাসীর জন্য এক আনন্দের দিন। দেশের উপরাষ্ট্রপতি তার ব্যস্ততম সময়ের মধ্যেও রাজ্যের স্বসহায়ক দলের দিদিদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে উপরাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে রাজ্যের মহিলাদের স্বশক্তিকরণে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্য সরকার মহিলা স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ, সরকারি মার্কেট স্টল প্রদানে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ, কলেজস্তর পর্যন্ত পড়াশুনার ক্ষেত্রে সমস্ত ধরণের ফি মুকুব, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় দ্বাদশ শ্রেণী পাশ মেধাবী ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে রাজ্যের মহিলারা নানাদিক দিয়ে অবহেলিত ছিল।

বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের মহিলাদের নানাভাবে মর্যাদা প্রদান করে সমাজের নানাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে মহিলাদের স্বসহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত করানো হচ্ছে। তাদের মাধ্যমেই নতুন ত্রিপুরা গঠনের দিকে এগুচ্ছে রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের গতির দিকে লক্ষ্য রেখে নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে অভিহিত করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জিএসডিপি"র ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে এবং মাথাপিছু গড় আয়ের ক্ষেত্রেও রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। শুধু তাই নয় গত ২০ বছরের মধ্যে রাজ্যে অপরাধের হার ৮.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে যা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। নারী স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের স্বসহায়ক দলে যুক্ত করে তাদের লাখপতি দিদি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে মহিলাদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক মীনারাণী সরকার, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইন্ডোর হলে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণাণ সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ প্রদর্শনী স্টলগুলি ঘুরে দেখেন এবং স্বসহায়ক দলের সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে এবং লাখপতি দিদিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

াঙ্গন

ডিওয়াইএফআই আয়োজিত ক্রিকেটে ডুকলি চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কুমারঘাটকে হারিয়ে ডি ওয়াই এফ আই আয়োজিত টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডুকলি মহকুমা কমিটি। রবিবার মতিনগর স্কুল মাঠে সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আয়োজিত প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ থেকে জেলা হয়ে রাজ্য স্তরে এদিন সেমিফাইনাল ও ফাইন্যাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় মতিনগর স্কুল মাঠে। এদিনের খেলার উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব, রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম বিশ্বাস, শুভ চক্রবর্তী, হীরণময় নারায়ণ দেবনাথ, শান্তনু দেব, গৌতম ঘোষ, বাসুদেব ভট্টাচার্য, ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শুভংকর মজুমদার, আগরতলা পুর নিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক রাজকুমার চৌধুরী, ডি ওয়াই এফ আই-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ ঘোষ, উদয়পুরের গন আন্দোলনের নেতা দীলিপ দত্ত, এস এফ আই রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৃজন দেব, রাজ্য সভাপতি প্রীতম শীল, খেলা পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান কামাল মিয়া প্রমুখ। অতিথিরা উদ্বোধনী পর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন, তারা খেলোয়াড়দের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন।

আলোচনা করতে গিয়ে জীতেন্দ্র চৌধুরী ডি ওয়াই এফ আই-কে এধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য অভিনন্দিত করে বলেন, এধরনের কর্মসূচি ধারাবাহিক ভাবে জারি রাখতে হবে। একটা সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য এধরনের খেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডি ওয়াই এফ আই প্রজন্ম বাঁচানোর জন্য যে লড়াই করছে এই লড়াইয়ে খেলোয়াড়দেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

নবারুন দেব বলেন, বি জে পি শাসনে একটা গোটা প্রজন্ম আজ ধ্বংসের মুখে। প্রজন্ম বাঁচানোর জন্য ডি ওয়াই এফ আই করছে এই লড়াইয়ে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

এদিকে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে ডি ওয়াই এফ আই আমবাসা বিভাগকে হারিয়ে ডুকলি বিভাগ জয় লাভ করে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে কুমারঘাট হারিয়ে দেয় উদয়পুর বিভাগীয় কমিটিকে। পরে টান টান উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচে ব্যাট, বলের পাশাপাশি দারুণ ফিল্ডিং করে কুমারঘাটকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের খেতাব হাসিল করে ডুকলি বিভাগ। ফাইন্যাল ম্যাচে অসাধারণ ব্যাটিং এর সুবাদে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ডুকলির অভিষেক রায়। এছাড়াও সেরা ফিল্ডার হয়েছেন তন্ময়, সেরা বোলার হয়েছেন সানি এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন কুমারঘাটের শান্তনু ভট্টাচার্য।

প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাস সহ অতিথিরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র মহিলাদের ইন্টার জোনাল ক্রিকেটে সেন্ট্রাল জোন শীর্ষে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের ইন্টার জোনাল এক দিবসীয় ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল (সোমবার) ব্যাঙ্গালুরুর তিনটি গ্রাউন্ডে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রাউন্ড ওয়ান-এ ইস্ট জোন এবং নর্থ জোন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। গ্রাউন্ড টু-তে সাউথ জোন এবং ওয়েস্ট জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। গ্রাউন্ড থ্রি-তে সেন্ট্রাল জোন এবং নর্থ-ইস্ট জোন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, শনিবারের খেলায় নর্থ জোন ৬ উইকেট এর ব্যবধানে ওয়েস্ট জোনকে পরাজিত করেছে। অপর ম্যাচে সেন্ট্রাল জোন ৮ উইকেট এর ব্যবধানে সাউথ জোনকে পরাজিত করেছে এবং ইস্ট জোন ৭ উইকেট এর ব্যবধানে নর্থইস্ট জোনকে হারিয়েছে। এক্ষেত্রে সেন্ট্রাল জোন পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে ৮ পয়েন্ট পেয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

জাতীয় অনূর্ধ ২৩ মহিলা ক্রিকেটে ত্রিপুরা আজ মহারাষ্ট্রের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার অনূর্ধ ২৩ মহিলা ক্রিকেটাররা আগামীকাল (সোমবার) জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামছে। প্রতিপক্ষ যদিও মহারাষ্ট্র। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের মহিলা ক্রিকেট দল কিন্তু প্রথম তিনটি ম্যাচে যথাক্রমে ৭ উইকেটের ব্যবধানে বিধর্ভকে, ১১ রানের ব্যবধানে ঝারখন্ডকে এবং চার উইকেটের ব্যবধানে হরিয়ানাকে পরাজিত করে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। এলিট সি গ্রুপে ৬ দলের তালিকায় মহারাষ্ট্রের অবস্থান দ্বিতীয় শীর্ষে। তামিলনাড়ু সম সংখ্যক পয়েন্ট পেলেও রানের গড়ের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে। অপরদিকে ত্রিপুরা লাগাতর তিনটি ম্যাচে যথাক্রমে তামিলনাড়ুর কাছে ১৭৪ রানে, হরিয়ানার কাছে ২৪৭ রানে এবং শনিবারে বিধর্ভের কাছে নয় উইকেট এর বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়ে তালিকার তলানিতে অবস্থান করছে। এরপরও ত্রিপুরা দলের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে জয়ের স্বাদ পেয়ে জাতীয় ক্রিকেট আসরে ঘুরে দাঁড়াতে।

টিসিএ-র সন্তোষ মেমোরিয়াল ক্রিকেটের ৩ মাঠে ৩টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পরবর্তী তিনটি ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ এবং পোলস্টার ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড বিএসটি এবং ওল্ড প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, সাত মার্চ, শনিবার টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টিআইটি গ্রাউন্ডের খেলায় ইউনাইটেড বি এস টি ৫ উইকেটের ব্যবধানে চলমান সংঘকে, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে পোলস্টার ক্লাব ৩৮ রানের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে এবং এমবিবি স্টেডিয়ামে ওল্ড প্লে সেন্টার ১৪১ রানের বড় ব্যবধানে কসমোপলিটন ক্লাবকে পরাজিত করেছে। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের খেলায় প্রতিটি বিজয়ী দল তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া। অপরদিকে বিজিত দলগুলোর লক্ষ্য রয়েছে জয়ের স্বাদ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে।

আইসিসিকে তোপ 'ভারতবিদ্বেষী' ভনের

ইরানে যুদ্ধের জেরে এক সপ্তাহ ধরে ভারতে বন্দি ক্রিকেটাররা। কীভাবে বাড়ি ফিরবেন, সেই উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা-তিন দল। অবশেষে তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করছে আইসিসি। কিন্তু সেখানেও পক্ষপাতিত্ব হয়েছে বলে জয় শাহদের তুলোধোনা করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন। তাঁর তোপ, আইসিসি প্রভাবশালী বোর্ডের ক্রিকেটারদের আগে ফেরাচ্ছে। গত শনিবার থেকে ইরানের উপর যৌথভাবে হামলা চালাচ্ছে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। তার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ। তার জেরেই ভারতে আটকে পড়েছেন বিশ্বকাপ খেলতে আসা ক্রিকেটাররা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, দুই দলই নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলেছিল ইডেন গার্ডেন্সে। ১ মার্চ সুপার এইটের শেষ ম্যাচে হেরে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যায় ক্যারিবীয়দের। গত ৪ মার্চ সেমির যুদ্ধে কলকাতায় মুখোমুখি হয়েছিল নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচে হেরে প্রোটিয়ারা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায়।শনিবার পর্যন্ত দুই দলই আটকে ছিল কলকাতায়। আকাশপথ আংশিক খুলে যাওয়ায় ওইদিন থেকেই ক্রিকেটারদের ফেরাতে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে ব্যবস্থা করে আইসিসি। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সবার আগে ভারত থেকে লন্ডনের বিমান পেয়েছে ইংল্যান্ড। যারা কিনা বৃহস্পতিবার সেমিফাইনাল খেলে হেরেছে এই বিষয়টি তুলে ধরেই এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ভন বলেন, 'ইংল্যান্ড বৃহস্পতিবার ছিটকে গিয়ে শনিবার দেশে ফিরল। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা আগে বিদায় নিলেও এখনও কলকাতায় আটকে। ক্ষমতার অপব্যবহার এটাকেই বলে। এই পরিস্থিতিতে সব দলকেই সমান চোখে দেখা উচিৎ। কোনও দেশের বোর্ড বেশি ক্ষমতাশালী, সেটা বিচার করা ঠিক নয়।'জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার ১২ ক্রিকেটার এখনও কলকাতায় রয়েছেন। তাঁরা রবিবার সকাল এবং সন্ধের বিমানে শহর ছাড়বেন। বিমানগুলি প্রথমে জোহানেসবার্গে যাবে। সেখান থেকে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা অ্যান্টিগার উদ্দেশে রওনা দেবেন। অর্থাৎ বাড়ি ফিরতে সোমবার হয়ে যাবে জেসন হোল্ডারদের। বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার এক সপ্তাহেরও বেশি তাঁরা আটকে রইলেন যুদ্ধের জেরে।

জিতেছি সেটাই আসল, নেট রান রেটে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া নিয়ে আজব যুক্তি রিজওয়ানের

নয়াদিল্লি: আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মেগা ফইনাল। টুর্নামেন্টের সুপার এইট পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান দল। তবে ফাইনাল ম্যাচের আগেই ফের একবার চর্চায় পাকিস্তান দল। কিন্তু হঠাৎ ফাইনালে যে দল নেই, সেই দল কেন চর্চায়? কারণ দলের তারকা ক্রিকেটার মহম্মদ রিজওয়ানের এক মন্তব্য।

পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে দলের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের খেলার ধরন নিয়ে এক সাংবাদিক বলেন। রিজওয়ান সেই তুলনা প্রসঙ্গে কোনও কথাই বলেননি। তারপর তিনি যা বললেন, তাতে ক্রিকেটবিশ্ব খানিকটা চমকেই যায়। আর মুহূর্তেই ভাইরালও হয়ে যায় রিজওয়োর সেই ভিডিও। কী এমন ছিল সেই ভিডিওতে? পাকিস্তানি ক্রিকেটার ঠিক কী বলেছিলেন?

পাকিস্তান নেট রান রেটের কারণেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায়। কোনওক্রমে তারা নিজেদের সুপার এইটের শেষ মাচে শ্রীলঙ্কাকে হারালেও পর্যাপ্ত ব্যবধানে দ্বীপরাষ্ট্রকে হারাতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তানি দল। ফলে টুর্নামেন্ট থেকেই তাদের ছিটকে যেতে হয়। সেই ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে সাংবাদিককে রিজওয়ানকে বলতে শোনা যায়, ''শ্রীলঙ্কা ম্যাচটা তো আমাদের জন্য খুবই খারাপ গিয়েছিল।'' এর জবাবে রিজওয়ান বলেন, ''ওটার কোনও গুরুত্ব নেই, আমরা ম্যাচ জিতেছি আর সেটাই আসল কথা।'' এরপরেই তাঁকে ভারতীয় দলের খেলার ধরন দেখিয়ে ওই সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ''কিন্তু দেখুন না ভারত যেভাবে খেলছে।'' এর জবাবে রিজওয়ান বলেন, ''ক্ষমা করবেন, আমি ওদের ম্যাচ দেখি না।''

যেখানে নেট রান রেট জেরে পাকিস্তানকে বাদ পড়তে হয়েছে, সেখানে রিজওয়ানের এহেন মন্তব্য অনেকেই ভালভাবে নেননি। অনেকেই মনে করছেন যে বিশ্বের সেরাদের দেখে শেখাটাও পেশাদার হিসাবে জরুরি। রিজওয়ান অবশ্য সেইসবের ধার ধারেন না।

তবে পাকিস্তানের খারাপ পারফরম্যান্সের প্রভাব কিন্তু ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে। একদা বিশ্বের সেরা আম্পায়ারদের অন্যতম আলিম দার পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নির্বাচন কমিটির সদস্য হয়েছিলেন সম্প্রতি। তবে দলের খারাপ পারফরম্যান্সের পরে তিনি নিজে পদত্যাগ করেছেন বলে খবর। মঙ্গলবারই আলিম দার পদত্যাগ করেন বলে জানানো হয়। দাবি করা হচ্ছে আলিম দার পাক দলের প্রধান কোচ মাইক হেসনকে দল নির্বাচনে যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, সেই বিষয়ে ক্ষুব্ধ।

অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে লক্ষ্য সেন, রবিবার ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে বাঙালি খেলোয়াড়

অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। বিশ্বের ঐতিহ্যশালী ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় আরও এক বার ট্রফির লড়াইয়ে নামবেন তিনি। শনিবার কানাডার ভিক্টর লাইকে ২১-১৬, ১৮-২১, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন তিনি। বিশ্বের ১২ নম্বর খেলোয়াড় লক্ষ্যের জয় অবশ্য সহজে আসেনি। এক ঘণ্টা ৩৭ মিনিট কোর্টে থাকতে হয়েছে তাঁর। গত বছর প্যারিসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন লাই। তাঁকে হারিয়েছেন লক্ষ্য।এই নিয়ে দ্বিতীয় বার ফাইনালে উঠলেন তিনি। প্রথম বার ২০২২-এ উঠেছিলেন। সে বার রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এ বার লক্ষ্যের সামনে চিনা তাইপেইয়ের লিন চুন-ই। এখনও পর্যন্ত দু'জন ভারতীয় অল ইংল্যান্ড জিতেছেন। প্রকাশ পাড়ুকোন (১৯৮০) এবং পুল্লেলা গোপীচাঁদ (২০০১)। এ ছাড়া প্রকাশ নাথ (১৯৪৭) এবং সাইনা নেহওয়াল (২০১৫) রানার-আপ হয়েছিলেন।অল ইংল্যান্ডের প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের এক নম্বর শি ইউ কি-কে হারিয়েছিলেন লক্ষ্য। কোয়ার্টার ফাইনালে হারান বিশ্বের ছ'নম্বর লি শি ফেংকে। লাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর মানসিক শক্তি, জমাট রক্ষণ এবং নিখুঁত স্ট্রোকপ্লে-র উদাহরণ দেখা গিয়েছে। ৮৬ শটের র্যালিও হয়েছে ম্যাচে।শুরুই হয় ৫২ শটের র্যালি দিয়ে। বোঝাই যায়, কোনও খেলোয়াড়ই একে অপরকে জায়গা দেবেন না। দুই খেলোয়াড়ই একে অপরের রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করছিলেন। লক্ষ্য উঁচু শট খেলে এবং হঠাৎ গতি এনে পয়েন্ট জেতার চেষ্টা করছিলেন। ফলে ব্যবধান খুবই কম ছিল। সেখান থেকে লক্ষ্য এক সময় ১৮-১৬ করে দেন এবং গেমও জিতে নেন।দ্বিতীয় গেমে এক সময় লক্ষ্য ৩-৪ পিছিয়ে পড়েছিলেন। সে সময়ে পায়ে ফোসকা পড়ার কারণে কোর্টের চিকিৎসা নিতে হয় তাঁকে। খেলা শুরু হওয়ার পর লাই ৯-৪ পয়েন্টে এগিয়ে যান। লক্ষ্য ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরেন এবং ব্যাকলাইন থেকে খেলে ম্যাচ ১৬-১৬ করে দেন। যদিও সেখান থেকে জিততে পারেননি। তৃতীয় গেমে লক্ষ্য শুরুতেই এগিয়ে যান ৪-২ গেমে। লাই সেখান থেকে ম্যাচে ফেরেন। তখনই ৮৬ শটের একটি র্যালি হয়, যা জেতেন লক্ষ্য। ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্লান্ত হতে শুরু করেন লাই। তার ফায়দা তুলে ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠেন।

পাকিস্তান হারতেই ভেঙে চুরমার শয়ে শয়ে টিভি! 'ঐতিহ্য' মেনেই হতাশায় ডুবল পাক মুলুক

কথায় বলে, হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। ভারতের কাছে হারলে পাকিস্তানে নাকি হাজারে হাজারে টিভি ভাঙে! দীর্ঘদিন এমন টিপ্পনী চলে আসছে ক্রিকেটমহলে। সেই 'ট্র্যাডিশন' অব্যাহত থাকল রবিবারও। চিরাচরিত ধারা মেনে ভারতের কাছে কচুকাটা হল পাকিস্তান। ম্যাচের পর টিভি ভেঙে চুরমার করলেন পাক ভক্তকুল। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

রবিবারের আগে টি-২০ বিশ্বকাপে সবমিলিয়ে ৮ বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। তারমধ্যে সাতবারই ভারত জিতেছে। পাকভক্তদের আশা ছিল, এবারের বিশ্বকাপে সেই ছবিটা পালটে দেওয়া যাবে। কারণ টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় একই পরিবেশে খেলছে পাকিস্তান। আবহাওয়া, পরিবেশ, পিচ-সমস্ত কিছুতেই অনেক বেশি মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন সলমন আলি আঘারা। পাকিস্তানকে নিয়ে আশা আরও বেড়ে যায় প্রথম ওভারেই অভিষেক শর্মা আউট হওয়ার পর। কিন্তু পাকিস্তানের হাত থেকে ম্যাচ কেড়ে নেন ঈশান কিষান। মাত্র ৪০ বলে ৭৭ রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেন কঠিন পিচে। যে উইকেটে অন্য ব্যাটাররা রান করতে রীতিমতো সংগ্রাম করেছেন, সেখানে ঈশান অনায়াস ভঙ্গিতে রান তুলেছেন। ১৭৫ রান তাড়া করে জেতা পাকিস্তানের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শেষ পর্যন্ত ১১৪ রানে গুটিয়ে যায় পাক ব্যাটিং লাইন আপ।

৬১ রানে ম্যাচ জিতে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছে ভারত।

ম্যাচ শেষ হতেই ভাইরাল হয়েছে পাকভক্তের হতাশার ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ব্যাট দিয়ে মেরে টিভি ভেঙে ফেলছেন এক পাক ভক্ত। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া টিভির ভিডিও নিজেই শেয়ার করেছেন সোশাল মিডিয়ায়। যদিও নেটিজেনদের একাংশের দাবি, সস্তার প্রচার পেতে এহেন কাণ্ড করেছেন ওই পাক ভক্ত। তবে পাকিস্তানের একাধিক এলাকাতেই এইভাবে টিভি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। নেটিজেনদের অনেকে আবার বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান হারবে সেটা কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তাই এই ম্যাচ থেকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রত্যাশা না করাই ভালো।

মেসির ৯০০ গোল হতে রইল বাকি এক

৯০০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে আর মাত্র এক গোল দরকার লিওনেল মেসির। আজ মেজর লিগ সকারে ডি.সি. ইউনাইটেডের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের ৮৯৯তম গোলটি করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

আর একটি গোল করলে তিনি হবেন ৯০০ গোল করা ইতিহাসের দ্বিতীয় খেলোয়াড়, এই মুহূর্তে ৯৬০ গোল নিয়ে তাঁর সামনে শুধু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

ইন্টার মায়ামির আজকের ম্যাচটি ডিসি ইউনাইটেডের মাঠে হওয়ার কথা থাকলেও মেসিকে নিয়ে প্রবল আগ্রহের কারণে খেলা হয়েছে বেশি দর্শক ধারণক্ষমতার বাল্টিমোর এমঅ্যান্ডটি ব্যাংক স্টেডিয়ামে। ৭২০২৬ জন দর্শকের উপস্থিতিতে মেসি ম্যাচের ২৭তম মিনিটে বক্সে ঢুকে প্রথম স্পর্শেই বল জালে পাঠান।

ম্যাচটিতে ইন্টার মায়ামি জিতেছে ২-১ গোলে। ১৭তম মিনিটে রদ্রিগো দি পল মায়ামিকে এগিয়ে দেওয়ার পর মেসির গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে ডিসি ইউনাইটেডের হয়ে একটি গোল শোধ দেন বারিবো। এটি এবারের লিগে মায়ামির টানা দ্বিতীয় জয়। এর আগে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির কাছে হেরে মৌসুম শুরু হয়েছিল দলটির।

মেসি ৯০০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার সুযোগ পাচ্ছেন বুধবার। সেদিন কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের প্রথম ম্যাচে ন্যাশভিলের মুখোমুখি হবে মায়ামি।

ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক জর্জ মাস জানিয়েছেন, অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে মালিকানা শেয়ারসহ বছরে ৭ থেকে ৮ কোটি মার্কিন ডলার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। দলের স্পনসরশিপ এবং অতিরিক্ত আয়ের উৎসগুলো সর্বোচ্চ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এ তথ্য জানান। চলতি সপ্তাহের শুরুতে মায়ামি ব্রাজিলের আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠান 'নু'-এর সঙ্গে নতুন স্টেডিয়ামের নামকরণের চুক্তি সই করেছে। ২৬,৭০০ আসনবিশিষ্ট এই 'নু স্টেডিয়ামে' আগামী ৪ এপ্রিল প্রথম ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে। শুক্রবার ব্লুমবার্গে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে মাস বলেন, 'আমার বিশ্বমানের স্পনসর প্রয়োজন, কারণ, খেলোয়াড়েরা দামি। আমি মেসিকে যা দিই, তার প্রতিটি পয়সার যোগ্য তিনি। তবে এর পরিমাণ সব মিলিয়ে বছরে ৭ থেকে ৮ কোটি ডলার।'

এমএলএস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত স্যালারি গাইড অনুযায়ী, মেসি মেজর লিগ সকারের সবচেয়ে বেশি বেতন পেয়ে থাকেন। যার মূল বেতন ১ দশমিক ২ কোটি ডলার, গ্যারান্টিযুক্ত ক্ষতিপূরণ ২০,৪৪৬,৬৬৭ ডলার।

ইএসপিএন জানিয়েছে, মেসি অ্যাডিডাসের সঙ্গে তাঁর এনডোর্সমেন্ট চুক্তি এবং লিগ সম্প্রচার অংশীদার অ্যাপলের সঙ্গে রাজস্ব ভাগাভাগি চুক্তি থেকেও আয় করে থাকেন। বর্তমান চুক্তি অনুসারে ২০২৮ সাল পর্যন্ত মেসির মায়ামিতে থাকার কথা।

৫ বলে ৫ উইকেট নিলেন নিউজিল্যান্ড পেসার

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ২৪০ বছরের ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে ৫ বলে ৫ উইকেট নিলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার ব্রেট রানডেল।

আজ নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট প্লাঙ্কেট শিল্ডে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েন ৩০ বছর বয়সী রানডেল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথমবার হলেও পেশাদার ক্রিকেটে এই ঘটনা প্রথম নয়। গত বছর আয়ারল্যান্ডের কার্টিস ক্যাম্ফার আয়ারল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টুয়েন্টি লিগে ৫ বলে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। এ ছাড়া ২০২৪ সালে জিম্বাবুয়ের কেলিস এনধলোভু ও একটি অনূর্ধ-১৯ ঘরোয়া টি-টুয়েন্টি ম্যাচে ৫ বলে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন।

নেপিয়ারে ম্যাকলিন পার্কের ব্যাটিং---স্বর্গে নিজের দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলে ওপেনার হেনরি কুপারকে ফিরিয়ে তোপ শুরু করেন রানডেল। নিজের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে বোল্ড করেন নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২৪ টেস্ট খেলা জিত রাভালকে।

পরের বলে জো কার্টারকে ক্যাচ বানিয়ে পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক।

পাকিস্তানকে হারিয়ে দেশকে জয় উৎসর্গ সূর্যের, 'যেমন খেলি সে ভাবেই খেলেছি', বুঝিয়ে দিলেন ভারত-পাক ম্যাচ আর মহারণ নয়

যতটা মনে করা হয়েছিল, তার ধারেকাছেও গেল না ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের উত্তেজনা। কার্যত একপেশে ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬১ রানে উড়িয়েছে ভারত। ম্যাচের আগে বিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে হাত না মেলানো সূর্যকুমার যাদব জয় উৎসর্গ করেছেন দেশবাসীর উদ্দেশে। বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই ম্যাচকে হয়তো আর মহারণের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। প্রশংসা করেছেন ঈশান কিশনের মানসিকতার।

সূর্য বলেন, ''এই জয় গোটা ভারতের জন্য। ঠিক যে রকম ক্রিকেট খেলতে চেয়েছিলাম সে রকমই খেলেছি। আমি খুবই খুশি।''

মন্থর পিচেও আগ্রাসী ব্যাটিং কী ভাবে করতে হয়, সেটা রবিবার দেখিয়েছেন ঈশান। তরুণ ব্যাটারের সাহস দেখে অবাক সূর্যকুমারও। বলেছেন, ''ঈশান এ ভাবেই ব্যাট করে। গত কয়েকটা ম্যাচে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে ও এ ভাবেই ব্যাট করে এসেছে। চাপের সময়ে ও বাকিদের চেয়ে অন্য রকম ভেবেছিল। ০/১ অবস্থায় কাউকে দায়িত্ব নিতেই হত। সেই কাজ খুব ভাল ভাবে পালন করেছে ঈশান। শুধু ওরা নয়, তিলক, শিবম এবং রিঙ্কুও যে ভাবে ব্যাট করেছে, তা-ও প্রশংসনীয়।''

স্কোরবোর্ডে ১৭৫ তোলার পরেও কি মনে হয়েছিল কম রান উঠেছিল? মানতে চাননি সূর্য। বলেছেন, ''প্রথমে ব্যাট করলে বোঝা মুশকিল যে কত রান তুললে সুবিধা হবে। তবে ১৭৫ রান তোলার পর বুঝেছিলাম, এই মাঠে গড়ের থেকে ১৫-২০ রান বেশি তুলে ফেলেছি। স্কোর ১৫৫ হলে ম্যাচটা আরও হাড্ডাহাড্ডি হত।'' পাওয়ার প্লে-তেই পাকিস্তানের চারটি উইকেট ফেলে দিয়ে যে ভাবে ভারতকে প্রায় ম্যাচ জিতিয়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য বোলারদের প্রশংসা করেছেন সূর্যকুমার। বলেছেন, ''নতুন বলে হার্দিক ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করেছে। বুমরাহ আরও এক বার দেখিয়ে দিয়েছে কেন ও বিশ্বের সেরা বোলার। সকলের অবদান দেখতে পেয়ে ভাল লেগেছে।''সোমবার অহমদাবাদে পৌঁছোনোর পর পরের ম্যাচ নিয়ে ভাববেন বলে জানিয়েছেন সূর্যকুমার। বলেছেন, ''পরের ম্যাচ নিয়ে কাল থেকে ভাবব। আপাতত গোটা দল একসঙ্গে ভাল সময় কাটাতে চাই। নেদারল্যান্ডসকে নিয়ে ভাবব কাল অহমদাবাদে পৌঁছোনোর পর।''

ভারতের কাছে হারের ধাক্কা! পাক অধিনায়ক গুলিয়ে ফেললেন বিশ্বকাপের সূচি, সুপার এইট-কে সুপার ফোর বলে দিলেন সলমন

ভারতের কাছে হারের ধাক্কা কি সামলাতে পারেননি সলমন আলি আঘা? নইলে কেন খেলাশেষে এত বড় ভুল করবেন তিনি? রবিবার কলম্বোর মাঠে পাকিস্তানকে ৬১ রানে হারিয়েছে ভারত। খেলা শেষে বিশ্বকাপের সূচিই গুলিয়ে ফেললেন সলমন। সুপার এইটকে সুপার ফোর বলে দিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক।

ভারতের কাছে হেরে গ্রুপ পর্বে তিন নম্বরে নেমে গিয়েছে পাকিস্তান। তবে সুপার এইটে ওঠার সুযোগ এখনও তাদের হাতেই রয়েছে। তার জন্য গ্রুপের শেষ ম্যাচে নামিবিয়াকে হারাতে হবে। সেটাই বলতে চাইছিলেন সলমন। তিনি বলেন, ''দু'দিন পর আরও একটা ম্যাচ আছে। আপাতত সে দিকেই তাকাচ্ছি। ওই ম্যাচটা জিতে সুপার ফোরে উঠতে চাই। তার পর থেকে আবার নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হবে।'' নামিবিয়াকে হারালে পাকিস্তান সুপার এইটে জিতবে। সেখান থেকে চারটি দল সেমিফাইনালে উঠবে। সুপার ফোর বলে কোনও পর্যায় বিশ্বকাপে নেই। কিন্তু বলতে গিয়ে সেই ভুলই করে ফেললেন সলমন। তাঁর এই বক্তব্যের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

এই ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে ছয় স্পিনার খেলিয়েছে পাকিস্তান। ২০ ওভারের মধ্যে ১৮ ওভার স্পিনারেরা করেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কার মাটিতে তাঁরা যে রকম দাপট দেখাবেন বলে আশা করা গিয়েছিল, তা হয়নি। স্পিনারদের দিনটা ভাল ছিল না বলেই মনে করেন সলমন। তিনি বলেন, ''আমাদের স্পিনারদের দিন ছিল না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারিনি। গত ছ'মাস ধরে স্পিনারেরা ভাল ছন্দে রয়েছে। কিন্তু এই ম্যাচে হল না।''

১৭৬ রান তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-র মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান।

লখনউ থেকে কানপুর : এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাতায়াত, সময় কমে হবে মাত্র ৩০—৩৫ মিনিট

লখনউ, ৮ মার্চ : উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ ও শিল্পনগরী কানপুরের মধ্যে যাতায়াত আরও দ্রুত ও সহজ করতে নির্মীয়মাণ লখনউ—কানপুর এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে দুই শহরের দূরত্ব পেরোতে সময় লাগবে মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট। এমনটাই জানিয়েছেন ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার(এনএইচআইএ) এক আধিকারিক।

প্রকল্পটি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে এনএইচআইএ-র লখনউ প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটের (পিআইইউ) প্রজেক্ট ডিরেক্টর নকুল প্রকাশ ভার্মা বলেন, এই এক্সপ্রেসওয়ে লখনউ রিং রোডকে কানপুর রিং রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। ফলে দুই শহরের মধ্যে দ্রুত ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

তাঁর কথায়, বর্তমানে প্রচলিত সড়কপথে লখনউ থেকে কানপুর যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। নতুন এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে সেই সময় কমে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ মিনিটে নেমে আসবে।

এই এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৩ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৯.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্লাইওভারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নকুল প্রকাশ ভার্মা জানান, প্রকল্পটি দুটি ধাপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রথম ধাপের দৈর্ঘ্য ১৭.৫২ কিলোমিটার এবং দ্বিতীয় ধাপের দৈর্ঘ্য ৪৫.২৪৪ কিলোমিটার। হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেলের আওতায় নির্মাণকাজ চলছে।

তাঁর দাবি, ভারত সরকারের 'ভারতমালা প্রকল্প'-এর অধীনে এই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য রাজ্যের রাজধানী লখনউ ও প্রধান শিল্পকেন্দ্র কানপুরের মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করা।

তাঁর বক্তব্য, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি সংস্থার কর্মী, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ যাত্রী লখনউ ও কানপুরের মধ্যে যাতায়াত করেন। বর্তমানে অনেক যাত্রীকে প্রতিদিন দুই শহরের মধ্যে যাতায়াতে প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হচ্ছে।

ভার্মার মতে, নতুন এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে দৈনিক যাত্রীদের ব্যাপক সুবিধা হবে এবং যানজটও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

তিনি জানান, প্রকল্পটির নির্মাণ ব্যয় আনুমানিক প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা এবং মোট প্রকল্প ব্যয় প্রায় ৩,৭০০ কোটি টাকা। অবকাঠামোগত সুবিধার মধ্যে রয়েছে ১১টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস, ১৩টি লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস, ১১টি পথচারী আন্ডারপাস, একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ, চারটি বড় সেতু এবং ৯.৫৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার।

পুরো এক্সপ্রেসওয়ে জুড়ে আধুনিক 'অ্যাডভান্সড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (এটিএমএস) স্থাপন করা হবে। এর আওতায় থাকবে ৬৩টি পিটিজেড ক্যামেরা, ২১টি ইন্টারচেঞ্জ ক্যামেরা এবং ১৬টি ভিডিও ইনসিডেন্ট ডিটেকশন সিস্টেম। এছাড়া ২৭ কিলোমিটার ও ৩৫ কিলোমিটার পয়েন্টে দুটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হবে। সেখান থেকে যানবাহন চলাচল পর্যবেক্ষণ ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে। কোনও দুর্ঘটনা বা জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে উদ্ধার ও জরুরি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, জানান তিনি।

প্রকল্পের সাথে যুক্ত অধিকারিকদের মতে, আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে এক্সপ্রেসওয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিদর্শন শেষ হলে এক সপ্তাহের মধ্যেই এক্সপ্রেসওয়েটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে। এই প্রকল্প চালু হলে দুই শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

কমলপুরে মিনি ট্রাক থেকে ১১০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, চালক পলাতক

আগরতলা, ৮ মার্চ: রবিবার কমলপুর থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নাকা পয়েন্টে পুলিশের তল্লাশিতে একটি মিনি ট্রাক থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় গাড়ির চালক পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এদিন শ্রীরামপুর নাকা পয়েন্টে নিয়মিত নাকা চেকিং চলাকালীন একটি মিনি ট্রাককে থামার জন্য সিগন্যাল দেওয়া হয়। কিন্তু চালক পুলিশের সিগন্যাল অমান্য করে দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করে। পরে কিছু দূর গিয়ে গাড়িটি রাস্তার ধারে ফেলে রেখে চালক পালিয়ে যায়।

এরপর পুলিশ গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে একটি গোপন চেম্বার থেকে ১১টি প্যাকেটে রাখা মোট ১১০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য উল্লেখযোগ্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর মিনি ট্রাকটি আটক করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কমলপুর থানার পুলিশ। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

উপরাষ্ট্রপতির রাজ্য ত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ: দু'দিনের রাজ্য সফর শেষে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণাণ আজ বিকালে রাজ্য ত্যাগ করেন। আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে উপরাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানান রাজাপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা সহ পদস্থ আধিকারিকগণ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আগরতলায় বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রবিবার আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশ ও রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যই আজকের দিনের প্রধান ভাবনা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তিনি সকল নারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সম্মান জানান।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে নারীদের ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে সমাজের সকল স্তরের নারীরা আজ আরও শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠছেন এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

অনুষ্ঠানে নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা নারীদের সম্মানিত করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আগরতলা প্রেসক্লাবে মহিলা সাংবাদিকদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহিলা সাংবাদিকদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী সাহা রায়। এদিন তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

পাশাপাশি মহিলা সাংবাদিকদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং নারীদের স্বাধীনতা, অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, সংবাদমাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে এবং তারা নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরছেন। এদিন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপস্থিত মহিলা সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে নারী সাংবাদিকদের এই সম্মাননাকে সাধুবাদ জানান।

ত্রিপুরা সংযোগ, ডিজিটাল শাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পর্যটন এবং বিনিয়োগে নতুন আস্থা নিয়ে এগিয়ে চলেছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা: ত্রিপুরা সংযোগ, ডিজিটাল শাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পর্যটন এবং বিনিয়োগে নতুন আস্থা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ দেশের উপ রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের উপস্থিতিতে মহারাজা বীর বিক্রম শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যা একটি শুভ দিন। এ উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। আর একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতার যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। এটি অধ্যবসায়, উৎসর্গ এবং শ্রেষ্ঠত্বের একটি উদযাপন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের রাজ্যের একটি ইনটেলেক্টুয়াল লাইটহাউজ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে উপস্থিত উজ্জ্বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেহারা দেখে আমার আত্মবিশ্বাসে বাড়িয়ে দেয়, কারণ আমরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতই নয়, ত্রিপুরার প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করি।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ত্রিপুরার জনগণের একটি ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে, যারা বিশ্বাস করেছিল যে রাজ্যের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র আগামী প্রজন্মের জন্য সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করবে। আজ সেই দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রাণবন্ত একাডেমিক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যা শুধু ত্রিপুরা থেকে নয়, সারা দেশ থেকেও ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করেছে। এমন একটা সময় ছিল যখন বাবা-মায়েদের ধারণা ছিল তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে পাঠানো। যদিও সেই ঐতিহ্য কিছু ক্ষেত্রে বহাল রয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাণবন্ত একাডেমিক সংস্কৃতি প্রসারের মাধ্যমে এখন বহিঃপ্রবাহকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে।

আমি জানতে পেরে আনন্দিত যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু আমাদের প্রতিবেশী উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলি থেকে নয়, সারা ভারত থেকেও ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের কাছে আকর্ষণ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি ভারত সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (ডোনার) অষ্টলক্ষ্মী দর্শন মিশনে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করে অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করেছে এবং আমাদের রাজ্যের বিপুল সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদকে উন্নীত করেছে। আমি এবিষয়ে তাদের নিবেদিত প্রচেষ্টার জন্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানাই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি লক্ষণীয়। একটি আধুনিক এবং সু-সংযুক্ত ক্যাম্পাস, উন্নত গবেষণাগার, ফিজিক্যাল ও ডিজিটাল সংগ্রহ সহ একটি গবেষণা এবং বহু সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, হোস্টেল সুবিধা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও একটি শক্তিশালী গবেষণা ইকোসিস্টেম মিলিতভাবে একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে প্রতিভা বিকাশে আরো সহায়ক হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একটি জ্ঞান-চালিত এবং দক্ষতা-ভিত্তিক রাজ্য গড়ে তোলা, যেখানে যুবরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং নেতা হিসেবে আবির্ভূত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোচিং এবং শিক্ষাকে কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করার উপর বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরা আজ কানেক্টিভিটি, ডিজিটাল গভর্নেন্স, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন এবং বিনিয়োগে নতুন করে আস্থা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যাইহোক, এই অগ্রগতির প্রকৃত ভিত্তি আমাদের মানব সম্পদের শক্তি এবং গুণমানের মধ্যে নিহিত। আপনারা জানেন যে, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে আরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেগুলি সরকারি অর্থায়ন এবং বেসরকারি-অর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠান। যা আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা এবং বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর জাতীয় লক্ষ্যে অর্থপূর্ণভাবে অবদান রাখার জন্য এটি আমাদের বৃহত্তর মিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ইন-চার্জ) প্রফেসর শামল দাস এবং রেজিস্ট্রার প্রফেসর সমীর শীল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মহিলা কমিশনের উদ্যোগে মহিলা জন শুনবাই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহিলাদের সমস্যা ও অভিযোগ সরাসরি শোনার লক্ষ্যে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আজ মহিলা জন শুনবাই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের অফিস চত্বরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার মহিলাদের অভিযোগ, সমস্যা এবং আইনী সহায়তার বিষয়গুলি শুনে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কর্মসূচি সম্পর্কে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মণ জানান, পারিবারিক, সামাজিক ও আইনী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার থানাগুলিকে বিভিন্ন মামলার বিষয়ে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অভিযোগকারীনিদের আইনী পরামর্শ, মানসিক সহায়তা এবং সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, মহিলাদের নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষায় রাজ্য মহিলা কমিশন নিয়মিতভাবে এ ধরণের সচেতনতামূলক ও সহায়তামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।

আট বছরে বিজেপি সরকারের সাফল্য তুলে ধরলেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র

আগরতলা, ৮ মার্চ: ত্রিপুরায় বিজেপি পরিচালিত সরকারের আট বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকারের বিভিন্ন সাফল্য ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য তুলে ধরলেন বিজেপির প্রদেশ প্রবক্তা নবেন্দু ভট্টাচার্য। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকারও।

সাংবাদিক সম্মেলনে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপি পরিচালিত প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠার পর আজ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই আট বছরে রাজ্যের সর্বস্তরে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, সরকারের কাজকর্মের ইতিবাচক প্রতিফলন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে পড়েছে। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার অন্ত্যোদয়ের লক্ষ্যে কাজ করছেঅর্থাৎ সমাজের সর্বশেষ প্রান্তিক মানুষের কাছেও উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়কার বিপুল ঋণের বোঝা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

নবেন্দু ভট্টাচার্য জানান, গত কয়েক বছরে রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতি এসেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ট্রমা সেন্টার স্থাপন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রেশনিং ব্যবস্থা, কৃষি, শিক্ষা এবং সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং নাগরিকরা এখন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারছেন। আধুনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে তিনি মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ এবং ভবিষ্যতে জ্যাকসন গেট নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়া বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়নের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, ভিশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী সপ্তম বেতন কমিশনের সুবিধা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে এবং ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭ নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিএ ও ডিআর-এর ব্যবধান কমানোর উদ্যোগও নিয়েছে বলে তিনি জানান।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীর চিটফান্ড সংক্রান্ত মন্তব্যেরও জবাব দেন বিজেপির প্রদেশ প্রবক্তা। তিনি দাবি করেন, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রোজভ্যালি সংস্থার প্রশংসা করেছিলেন এবং তাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি বামফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী রোজভ্যালির এজেন্ট ছিলেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন।নবেন্দু ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কেন সাধারণ মানুষকে সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগের আহ্বান না জানিয়ে রোজভ্যালির মতো সংস্থায় টাকা রাখার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, চিটফান্ড ইস্যু নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হোকসম্ভবত সেই কারণেই জিতেন্দ্র চৌধুরী এ ধরনের মন্তব্য করছেন।

আমরা বাঙালী দলের প্রবীণ কর্মী বীরেন্দ্র দাসের প্রয়াণে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ: আমরা বাঙালী আন্দোলনের প্রথম সারির লড়াকু নেতাদের মধ্যে অন্যতম এবং বাঙালী শ্রমজীবী সমাজের রাজ্য কমিটির সদস্য বীরেন্দ্র দাস বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে ৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা বাঙালী দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অশোক কুমার দাস সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা সেকেরকোটের কাঞ্চনমালা এলাকায় তাঁর বাসভবনে গিয়ে মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান।

লংতরাইভ্যালি মহকুমায় দুটি এস টি হোস্টেলের উদ্বোধনএবং ৫টি হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ: রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমায় দুটি নবনির্মিত তফসিলি জনজাতি (এসটি) হোস্টেলের উদ্বোধন এবং আরও পাঁচটি হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মাধব চন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি তফসিলি জনজাতি বালিকা হোস্টেলের এবং ছৈলেংটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি

তফসিলি জনজাতি বালিকা হোস্টেলের উদ্বোধন করেছেন। একই সাথে তিনি পিএম শ্রী ছৈলেংটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি তফসিলি উপজাতি বালিকা হোস্টেলেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এছাড়াও, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে করমছেরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি তফসিলি জনজাতি বালিকা হোস্টেলের এবং ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি তফসিলি জনজাতি বালিকা হোস্টেলের, ছাওমনু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি ১০০ আসন বিশিষ্ট তফসিলি জনজাতি বালিকা হোস্টেলের এবং কাঠালছেরা টিএমসি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি ৫০ আসন বিশিষ্ট তফসিলি জনজাতি বালিকা হোস্টেল সহ আরও বেশ কয়েকটি হোস্টেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন নব নির্মিত হোস্টেলগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই ধরনের আবাসিক শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষাগত

দিকনির্দেশনা এবং তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আরও ভালো ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ প্রদান করবে। তাতে শিক্ষার্থীরা রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও সফল হতে পারবে।

জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, জনজাতি ছেলেমেয়েদের গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও ভাষণ রাখেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ বি জেলা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি সঞ্জয় দাস, লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত দাস, জেলা কল্যাণ আধিকারিক প্রদীপ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এলাকার বেশ কয়েকজন জনজাতি মহিলা তাঁতিদের মধ্যে সুতা বিতরণ করা হয়।

ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ১০ম রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন, নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত

আগরতলা, ৮ মার্চ: ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ১০ম রাজ্য সম্মেলন শেষ হওয়ার পর আজ আগরতলার টাউন হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত দু'দিনের সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন সংগঠনের পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সুধন দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, সম্মেলনের মাধ্যমে সংগঠনের নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি পদে পুনরায় বহাল রয়েছেন রতন ভৌমিক। পাশাপাশি ২২ জনের সম্পাদকমণ্ডলী এবং ১৫৯ জনের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেখানে আগে রাজ্য কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১২৭ জন।

সংগঠনের সাংগঠনিক বিস্তারের কথা উল্লেখ করে সুধন দাস বলেন, বর্তমানে সমিতির অধীনে ৬৬১টি প্রাথমিক কমিটি, ১৬৩টি অঞ্চল কমিটি, ২৩টি মহকুমা কমিটি এবং রাজ্যের আটটি জেলাতেই সংগঠনের কমিটি রয়েছে। এবারের সম্মেলনে মোট ৬১৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৬৮ জন ছিলেন মহিলা প্রতিনিধি। সম্মেলনে ২৮ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, সারা দেশে দলিতদের উপর আক্রমণ ও অর্থনৈতিক শোষণ বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন দিক থেকে দলিত সমাজ বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। চাকরির সুযোগ কমে যাওয়া এবং কর্মসংস্থানের অভাবের বিষয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সুধন দাস আরও অভিযোগ করেন, তপশিলি জাতির কল্যাণে কেন্দ্রীয় বাজেট ও সাব-প্ল্যানে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি সরকারের আমলে কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, বেকার যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তিনি। সম্মেলনে প্রতিনিধিরা শিক্ষা ও মৌলিক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। অনেক স্কুলে শিক্ষক সংকট রয়েছে এবং তপশিলি সম্প্রদায়ের বহু মানুষ এখনও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলেও অভিযোগ করা হয়। পানীয় জলের সমস্যার কারণে বহু জায়গায় মানুষকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এছাড়া এডিসি এলাকায় দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগও সম্মেলনে উঠে আসে বলে জানান তিনি। সম্মেলনে মোট আটটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে এডিসি নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান, সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়সহ বিভিন্ন দাবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১০ দফা দাবি গৃহীত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বর্তমানে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৬৭ হাজার ৭৩৭ জন। আগামী দিনে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৩৫ হাজারে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানান সুধন দাস।তিনি আরও বলেন, সম্মেলনে গণবিরোধী ও অত্যাচারী বিজেপি সরকারের পতনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। আগামী দিনে সংগঠনের পক্ষ থেকে পদযাত্রা, বাজারসভা এবং গণডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনমূলক কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান সংগঠনের নেতৃত্ব।

এলবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়াল পার্কে বীর শহীদদের প্রতি উপরাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ: উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণাণ আজ বিকালে এলবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়াল পার্কে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণ করে কিছুক্ষন নিরবতা পালন করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীর যে সমস্ত আধিকারিক ও জওয়ান প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। উপরাষ্ট্রপতি এলবার্ট এক্কা পার্কের ভিজিটারস বুকেও তাঁর অভিমত লিপিবদ্ধ করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas